www.banglainternet.com

Kazi Nazrul Islam

CHHAYANAT

www.banglainternet.com

ছায়ানট

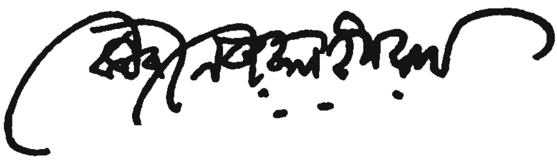

www.banglainternet.com

নজরুল ইন্সটিটিউট

www.banglainternet.com

সূচিপত্র

বিজয়িনী	১১
কমল-কাঁটা	১২
চৈতী হাওয়া	১৩
বেদনা-অভিমান	১৮
নিশীথ্-প্রীতম্	২০
অ-বেলায়	২১
হার-মানা-হার	২২
লক্ষ্মীছাড়া	২৪
শেষের গান	২৬
নিরুদ্দেশের যাত্রী	২৭
চিরন্তনী প্রিয়া	২৯
বেদনা-মণি	৩০
পরশ-পূজা	৩১
অনাদৃতা	৩২
শায়ক-বেঁধা পাখি	৩৩
হারা-মণি	৩৫
নীল পরী	৩৭
স্নেহ-ভীতু	৩৮
পলাতকা	৩৯
চিরশিশু	৪১
মানস-বধূ	৪২
দহন-মালা	৪৪
বিদায়-বেলায়	৪৫
অকরুণ পিয়া	৪৭

www.banglainternet.com

www.banglainternet.com

ব্যথা-নিশীথ ৪৮
সন্ধ্যাতারা ৪৯
দূরের বন্ধু ৫০
আশা ৫১
মরমী ৫২
মুক্তি-বার ৫৩
আপন-পিয়াসী ৫৪
বিবাগিনী ৫৫
প্রতিবেশিনী ৫৬
দুপুর-অভিসার ৫৮
ছল্‌-কুমারী ৫৯
পাপ্‌ড়ি-খোলা ৬১
বিধুরা পথিক-প্রিয়া ৬২
মনের মানুষ ৬৩
প্রিয়ার রূপ ৬৪
বাদল-দিনে ৬৬
কার বাঁশি বাজিল ? ৬৮
অ-কেজোর গান ৬৯
স্তব্ধ বাদল ৭০
চাঁদ-মুকুর ৭২
চির-চেনা ৭৩
পাহাড়ী গান ৭৪
অমর কানন ৭৫
পুবেব হাওয়া (ঝড় : পূর্ব তরঙ্গ) ৭৭
আল্‌তা-স্মৃতি ৮৬
রৌদ্র দগ্ধের গান ৮৮

গ্রন্থ ও রচনা পরিচিতি ৯১

www.banglainternet.com

www.banglainternet.com

GOTO TOP

বিজয়িনী

হে মোর রানী! তোমার কাছে হার মানি আজ শেষে।
আমার বিজয়-কেতন লুটায় তোমার চরণ-তলে এসে।

আমার সমর-জয়ী অমর তরবারি
দিনে দিনে ক্লান্তি আনে, হয়ে ওঠে ভারী,
এখন এ ভার আমার তোমায় দিয়ে হারি,
এই হার-মানা-হার পরাই তোমার কেশে॥

ওগো জীবন-দেবি!
আমায় দেখে কখন তুমি ফেল্‌লে চোখের জল,
আজ বিশ্ব-জয়ীর বিপুল দেউল তাইতে টলমল!

আজ বিদ্রোহীর এই রক্ত-রথের চূড়ে
বিজয়িনী! নীলাম্বরীর আঁচল তোমার উড়ে,
যত তূণ আমার আজ তোমার মালায় পূরে,
আমি বিজয়ী আজ নয়ন-জলে ভেসে॥

কুমিল্লা
অগ্রহায়ণ, ১৩২৮

www.banglainternet.com

www.banglainternet.com

GOTO TOP

কমল-কাঁটা

আজকে দেখি হিংসা-মদের মত্ত বারণ-রণে
জাগ্‌ছে শুধু মৃণাল-কাঁটা আমার কমল-বনে।

উঠ্‌ল কখন ভীম কোলাহল,
আমার বুকের রক্ত-কমল
কে ছিঁড়িল– বাঁধ-ভরা জল
শুধায় ক্ষণে ক্ষণে।
ঢেউ-এর দোলায় মরাল-তরী নাচবে না আনমনে॥

কাঁটাও আমার যায় না কেন, কমল গেল যদি!
সিনান-বধূর শাপ শুধু আজ কুড়াই নিরবধি।

আস্‌বে কি আর পথিক-বালা?
পর্‌বে আমার মৃণাল-মালা?
আমার জলজ-কাঁটার জ্বালা
জ্বল্‌বে মোরই মনে?
ফুল না পেয়েও কমল-কাঁটা বাঁধ্‌বে কে কঙ্কণে?

কলিকাতা
আশ্বিন,১৩৩১

www.banglainternet.com

www.banglainternet.com

GOTO TOP

চৈতী হাওয়া

১

হারিয়ে গেছ অন্ধকারে – পাইনি খুঁজে আর,
আজ্‌কে তোমার আমার মাঝে সপ্ত পারাবার!
আজ্‌কে তোমার জন্মদিন –
স্মরণ-বেলায় নিদ্রাহীন
হাত্‌ড়ে ফিরি হারিয়ে-যাওয়ার অকূল অন্ধকার!
এই সে-হেথাই হারিয়ে গেছ কুড়িয়ে পাওয়া হার!

২

শূন্য ছিল নিতল দীঘির শীতল কালো জল,
কেন তুমি ফুটলে সেথা ব্যথার নীলোৎপল?
আঁধার দীঘির রাঙলে মুখ,
নিটোল ঢেউএর ভাঙলে বুক,-
কোন্ পূজারী নিল ছিঁড়ে? ছিন্ন তোমার দল
ঢেকেছে আজ কোন্ দেবতার কোন্ সে পাষাণ-তল?

www.banglainternet.com

৩

অস্ত-খেয়ার হারামানিক-বোঝাই করা না'
আস্‌ছে নিতুই ফিরিয়ে দেওয়ার উদয়-পারের গাঁ।
ঘাটে আমি রই ব'সে,
আমার মানিক কই গো সে?
পারাপারের ঢেউ-দোলানী হান্‌ছে বুকে ঘা!
আমি খুঁজি ভিড়ের মাঝে চেনা কমল-পা!

www.banglainternet.com

GOTO TOP

৪

বইছে আবার চৈতী হাওয়া, গুম্‌রে ওঠে মন,
পেয়েছিলাম এম্‌নি হাওয়ায় তোমার পরশন।
তেম্‌নি আবার মহুয়া-মউ
মৌমাছিদের কৃষ্ণা-বউ
পান ক'রে ওই ঢুল্‌ছে নেশায় দুল্‌ছে মহুল-বন!
ফুল-সৌখিন্ দখিন-হাওয়ায় কানন উচাটন!

৫

পড়ছে মনে টগর চাঁপা বেল চামেলি যুঁই,
মধুপ দেখে যাদের শাখা আপ্‌নি যেত নুই।
হাসতে তুমি দুলিয়ে ডাল,
গোলাব হ'য়ে ফুট্‌ত গাল!
থল্‌কমলী আঁউরে যেত তপ্ত ও-গাল ছুঁই।
বকুল-শাখা ব্যাকুল হ'ত, টলমলাত ভুঁই!

৬

চৈতী রাতের গাইত গজল বুলবুলিয়ার বর,
দুপুর বেলায় চবুতরায় কাঁদ্‌ত কবুতর!
ভুঁই-তারকা সুন্দরী
সজনে ফুলের দল ঝরি'
থোপা থোপা লাজ ছড়াত দোলন-খোঁপার 'পর,
ঝাঁজাল হাওয়ার বাজ্‌ত উদাস মাছ্‌রাঙার স্বর!

৭

পিয়াল-বনায় পলাশ ফুলের গেলাস-ভরা মউ
খেত বঁধুর জড়িয়ে গলা সাঁওতালিয়া বউ!
লুকিয়ে তুমি দেখতে তাই,
বল্‌তে, 'আমি অম্‌নি চাই!'

www.banglainternet.com

www.banglainternet.com

GOTO TOP

খোঁপায় দিতাম চাঁপা গুঁজে, ঠোঁটে দিতাম মউ।
হিজল্ শাখায় ডাক্‌ত পাখি "বউ গো কথা কও।"

৮

ডাক্‌ত ডাহুক জল-পায়রা নাচ্‌ত ভরা বিল,
জোড়া ভুরু ওড়া যেন আস্‌মানে গাঙ্-চিল।
হঠাৎ জলে রাখ্‌তে পা,
কাজলা দীঘির শিউরে' গা–
কাঁটা দিয়ে ওঠত মৃণাল ফুট্‌ত কমল-ঝিল।
ডাগর চোখে লাগ্‌ত তোমার সাগর-দীঘির নীল!

৯

উদাস দুপুর কখন গেছে, এখন বিকাল যায়,
ঘুম জড়াল ঘুম্‌তী নদীর ঘুমুর-পরা পায়!
শঙ্খ বাজে মন্দিরে,
সন্ধ্যা আসে বন ঘিরে,
ঝাউ-এর শাখায় ভেজা আঁধার কে পিঁজেছে,হায়!
মাঠের বাঁশি বন-উদাসী ভীম্‌পলাশী গায়!

১০

বউল আজি বাউল হ'ল, আমরা তফাতে।
আম-মুকুলের গুঁজি-কাঠি দাও কি খোঁপাতে?
ডাবের শীতল জল দিয়ে
মুখ মাজ কি আর প্রিয়ে?
প্রজাপতির ডানা-ঝরা সোনার টোপাতে
ভাঙা ভুরু দাও কি জোড়া রাতুল শোভাতে?

১১

বউল ঝ'রে ফলেছে আজ থোলো থোলো আম,
রসের-পীড়ায়-টস্‌টসে-বুক ঝুর্‌ছে গোলাবজাম!

www.banglainternet.com

GOTO TOP

কামরাঙা রাঙুল ফের
পীড়ন পেতে ঐ মুখের
স্মরণ ক'রে চিবুক তোমার, বুকের তোমার ঠাম-
জামরুলে রস ফেটে পড়ে, হায়, কে দেবে দাম!

১২

করেছিলাম চাউনি চয়ন নয়ন হ'তে তোর,
ভেবেছিলুম গাঁথব মালা- পাইনে খুঁজে ডোর।
সেই চাহনি নীল-কমল
ভ'র্‌ল আমার মানস-জল,
কমল-কাঁটার ঘা লেগেছে মর্ম-মূলে মোর
বক্ষে আমার দুলে আঁখির সাতনরী-হার লোর!

১৩

তরী আমার কোন কিনারায় পাইনে খুঁজে কূল,
স্মরণ-পারের গন্ধ পাঠায় কম্‌লা নেবুর ফুল।
পাহাড়তলীর শাল্‌বনায়
বিষের মত নীল ঘনায়!
সাঁঝ পরেছে ঐ দ্বিতীয়ার-চাঁদ-ইহুদী-দুল!
হায় গো, আমার ভিন্ গাঁয়ে আজ পথ হয়েছে ভুল!

www.banglainternet.com

১৪

কোথায় তুমি কোথায় আমি চৈতে দেখা সেই,
কেঁদে ফিরে যায় যে চৈত-তোমার দেখা নেই!
কণ্ঠে কাঁদে একটি স্বর –
কোথায় তুমি বাঁধলে ঘর?
তেমনি ক'রে জাগ্‌ছ কি রাত আমার আশাতেই?
কুড়িয়ে-পাওয়া-বেলায় খুঁজি হারিয়ে-যাওয়া খেই।

www.banglainternet.com

GOTO TOP

১৫

পারাপারের ঘাটে প্রিয় রইনু বেঁধে না',
এই তরীতে হয়ত তোমার পড়বে রাঙা পা।
আবার তোমার সুখ-ছোঁওয়ায়
আকুল দোলা লাগবে নায়,
এক তরীতে যাব মোরা আর-না-হারা গাঁ,
পারাপারের ঘাটে প্রিয় রইনু বেঁধে না'॥

হুগলি
চৈত্র, ১৩৩১

www.banglainternet.com

www.banglainternet.com

GOTO TOP

বেদনা-অভিমান

ওর আমার বুকের বেদনা!
ঝঞ্ঝা-কাতর নিশীথ রাতের কপোত সম রে
আকুল এমন কাঁদন কেঁদো না ॥

কখন্ সে কার ভুবন-ভরা ভালোবাসা হেলায় হারালি,
তাই তো রে আজ এড়িয়ে চলে সকল স্নেহে পথে দাঁড়ালি।
ভিজে ওঠে চোখের পাতা তোর,
একটি কথায়- অভিমানী মোর!
ডুক্‌রে কাঁদিস্ বাঁধন-হারা,'ওগো, আমার বাঁধন বেঁধ না' ॥

বাঁধন গৃহের সইল না তোর,
তাই ব'লে কি মায়াও ঘরের ডাক দেবে না তোকে?
অভিমানী গৃহ-হারা রে!

চল্‌লে একা মরুর পথেও
সাঁঝের আকাশ মায়ের মতন ডাক্‌বে নত চোখে,
ডাক্‌বে বধূ সন্ধ্যাতারা যে!

জানি ওরে, এড়িয়ে যারে চলিস তারেই পেতে চলিস্ পথে।
জোর ক'রে কেউ বাঁধে না তাই বুক ফুলিয়ে চলিস্ বিজয়-রথে।

www.banglainternet.com

GOTO TOP

ওর কঠিন! শিরীষ-কোমল তুই!
মর্মর তোর মর্মে ছাপা বেল কামিনী যুঁই!
বুক-পোরা তোর ভালবাসা, মুখে মিছে বলিস্ 'সেধো না'।
আমার বুকের বেদনা॥

দৌলতপুর, কুমিল্লা
জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৮

www.banglainternet.com

www.banglainternet.com

GOTO TOP

নিশীথ্-প্রীতম্

হে মোর প্রিয়,
হে মোর নিশীথ্-রাতের গোপন সাথী!
মোদের দুইজনারেই জনম ভ'রে কাঁদতে হবে গো-
শুধু এম্‌নি ক'রে সুদূর থেকে, একলা জেগে রাতি ॥

যখন ভুবন-ছাওয়া আঁচল পেতে নিশীথ্ যাবে ঘুম,
আকাশ বাতাস থম্‌থমাবে, সব হবে নিঝ্‌ঝুম,
তখন দেবো দুঁহু দোঁহার চিঠির নাম-সহিতে চুম!
আর কাঁপবে শুধু গো,
মোদের তরুণ বুকের করুণ কথা আর শিয়রে বাতি ॥

মোরা কে যে কত ভালোবাসি কোনদিনই হবে না তা বলা,
কভু সাহস ক'রে চিঠির বুকেও আঁকবো না সে কথা;
শুধু কইতে-নারার প্রাণ্-পোড়ানি রইবে দোঁহার ভরে বুকের তলা।
শুধু চোখে চোখে চেয়ে থাকার -
বুকের তলায় জড়িয়ে রাখার
ব্যাকুল কাঁপন নীরব কেঁদে কইব কি ত'ার ব্যথা!

কভু কি কথা সে কইতে গিয়ে হঠাৎ যাব থেমে,
অভিমানে চারটি চোখেই আসবে বাদল নেমে!
কথা চুমুর তৃষায় কাঁপবে অধর, উঠ্‌বে কপাল ঘেমে!
হেথা পুরবেনাক ভালোবাসার আশা অভাগিনী,
তাই দল্‌বে বলে' কল্‌জে খানা রইনু পথে পাতি ॥

কুমিল্লা
অগ্রহায়ণ,১৩২৮

www.banglainternet.com

www.banglainternet.com

GOTO TOP

অ-বেলায়

বৃথাই ওগো কেঁদে আমার কাট্‌লো যামিনী।
অবেলাতেই পড়্‌লো ঝরে কোলের কামিনী-
ও সে শিথিল কামিনী॥

খেলার জীবন কাটিয়ে হেলায়
দিন না যেতেই সন্ধ্যে বেলায়
মলিন হেসে চড়্‌লো ভেলায়
মরণ-গামিনী।
আহা একটু আগে তোমার দ্বারে কেন নামিনি!
আমার অভিমানিনী॥

ঝরার আগে যে কুসুমে দেখেও দেখি নাই,
ও যে বৃথাই হাওয়ায় ছড়িয়ে গেল, ছোট্ট বুকের একটু সুরভি
আজ তারি সেই শুকনো কাঁটা বিঁধছে বুকে ভাই -
আহা সেই সুরভি আকাশ কাঁদায় ব্যথায় যেন সাঁঝের পূরবী।
জানলে না সে ব্যথাহতা
পাষাণ-হিয়ার গোপন কথা,
বাজের বুকেও কত ব্যথা
কত দামিনী!
আমার বুকের তলায় রইল জমা গো --
না-কওয়া সে অনেক দিনের অনেক কাহিনী।
আহা ডাক দিলি তুই যখন, তখন কেন থামিনি!
আমার অভিমানিনী॥

দৌলতপুর, কুমিল্লা
বৈশাখ, ১৩২৮

www.banglainternet.com

www.banglainternet.com

GOTO TOP

হার-মানা-হার

তোরা কোথা হ'তে কেম্‌নে এসে
মণি-মালার মত আমার কণ্ঠে জড়ালি!
আমার পথিক-জীবন এমন ক'রে
ঘরের মায়ায় মুগ্ধ ক'রে বাঁধন পরালি ॥

আমায় বাঁধতে যারা এসেছিল গরব ক'রে হেসে
তারা হার মেনে হায় বিদায় নিল কেঁদে,
তোরা কেমন ক'রে ছোট্ট বুকের একটু ভালোবেসে
ঐ কচি বাহুর রেশ্‌মি ডোরে ফেল্‌লি আমায় বেঁধে।
তোরা চলতে গেলে পায়ে জড়াস্‌,
'না' 'না' ব'লে ঘাড়টি নড়াস,
কেন ঘর-ছাড়াকে এমন ক'রে
ঘরের ক্ষুধা স্নেহের সুধা মনে পড়ালি ॥

www.banglainternet.com

ওরে চোখে তোদের জল আসে না–
চমকে' ওঠে আকাশ তোদের
চোখের মুখের চপল হাসিতে।
ঐ হাসিই ত মোর ফাঁসি হল,
ওকে ছিঁড়তে গেলে বুকে লাগে,
কাতর কাঁদন্‌ ছাপা যে ও হাসির রাশিতে!
আমি চাইলে বিদায় বলিস,'উঁহু,
ছাড়ব না কো মোরা',

www.banglainternet.com

GOTO TOP

ঐ একটু মুখের ছোট মানাই এড়িয়ে যেতে নারি।
কত দেশ-বিদেশের কান্না-হাসির
বাঁধন-ছেঁড়ার দাগ যে বুকে পোরা;
তোরা বস্‌লি রে সেই বুক জুড়ে আজ,
চিরজয়ীর রথটি নিলি কাড়ি'।
ওরে দরদীরা! তোদের দরদ
শীতের বুকে আন্‌লে শরৎ,
তোরা ঈষৎ ছোঁয়ায় পাথরকে আজ
কাতর ক'রে অশ্রুভরা ব্যথায় ভরালি॥

দৌলতপুর, কুমিল্লা
বৈশাখ, ১৩২৮

www.banglainternet.com

www.banglainternet.com

GOTO TOP

লক্ষীছাড়া

আমি নিজেই নিজের ব্যথা করি সৃজন।
শেষে সে-ই আমারে কাঁদায়, যারে করি আপনারি জন॥

দূর হ'তে মোর বাঁশির সুরে
পথিক-বালার নয়ন ঝুরে,
তার ব্যথায়-ভরাট ভালোবাসা হৃদয় পুরে গো।
তারে যেমনি টানি পরান-পুটে
অম্‌নি সে হায় বিষিয়ে উঠে
তখন হারিয়ে তারে কেঁদে ফিরে সঙ্গীহারা পথটি আবার নিজন॥

মুগ্ধা ওদের নেই কোন দোষ, আমিই ওগো ধরা দিয়ে মরি,
প্রেম-পিয়াসী প্রণয়-ভুখা শাশ্বত যে আমিই তৃপ্তিহারা;
ঘর-বাসীদের প্রাণ যে কাঁদে
পর-বাসীদের পথের ব্যথা স্মরি',
তাই ত তারা এই উপোসীর ওষ্ঠে ধরে ক্ষীরের থালা,
শান্তি-বারি-ধারা!

ঘরকে পথের বহ্নি-ঘাতে
দগ্ধ করি আমার সাথে,
লক্ষী ঘরের পলায় উড়ে' এই সে শনির দৃষ্টিপাতে গো!
জানি আমি লক্ষীছাড়া
বারণ আমার উঠান মাড়া,

www.banglainternet.com

আমি তবু কেন সজল চোখে ঘরের পানে চাই?
নিজেই কি তা জানি আমি ভাই ?
হায় পরকে কেন আপন করে বেদন পাওয়া,
পথেই যাহার কাট্‌বে জীবন বিজন?
আর কেউ হবে না আপন যখন, সব হারিয়ে চলতে হবে
পথটি আমার নিজন!
আমি নিজেই নিজের ব্যথা করি সৃজন ॥

কলিকাতা
ভাদ্র,১৩২৮

www.banglainternet.com

GOTO TOP

শেষের গান

আমার বিদায়-রথের চাকার ধ্বনি ঐ গো এবার কানে আসে।
পুবের হাওয়া তাই কেঁদে যায় ঝাউএর বনে দীঘল শ্বাসে ॥

ব্যথায় বিবশ গুলঞ্চ ফুল
মালঞ্চে আজ তাই শোকাকুল,
মাটির মায়ের কোলের মায়া ওগো আমার প্রাণ উদাসে ॥

অঙ্গ আসে অলস হয়ে নেতিয়ে-পড়া অলস ঘুমে,
স্বপন-পারের বিদেশিনীর হিম-ছোঁওয়া যায় নয়ন চুমে।
হাতছানি দেয় অনাগতা,
আকাশ-ডোবা বিদায়-ব্যথা
লুটায় আমার ভুবন ভরি' বাঁধন-ছেঁড়ার কাঁদন-ত্রাসে ॥

মোর বেদনার কর্পূর-বাস ভরপুর আজ দিগ্বলয়ে
বনের আঁধার লুটিয়ে কাঁদে হরিণটি তার হারায় ভয়ে।
হারিয়ে-পাওয়া মানসী হায়
নয়ন-জলে শয়ন তিতায়,
ওগো, এ কোন্ যাদুর মায়ায় দু'চোখ আমার জলে ভাসে ॥

আজ আকাশ-সীমায় শব্দ শুনি অচিন পায়ের আসা-যাওয়ার,
তাই মনে হয় এই যেন শেষ আমার অনেক দাবি-দাওয়ার।
আজ কেহ নাই পথের সাথী,
সাম্‌নে শুধু নিবিড় রাতি,
আমায় দূরের বাঁশি ডাক দিয়েছে, রাখবে কে আর বাঁধন-পাশে ॥

কলিকাতা
শ্রাবণ, ১৩২৮

www.banglainternet.com

www.banglainternet.com

GOTO TOP

নিরুদ্দেশের যাত্রী

নিরুদ্দেশের পথে সেদিন প্রথম আমার যাত্রা হ'ল শুরু,
নিবিড় সে কোন্ বেদ্‌নাতে ভয়-আতুর এ-বুক কাঁপ্‌লো দুরু-দুরু ॥

মিটল না ভাই চেনার দেনা, অম্‌নি মুহুর্মুহু
ঘড়ছাড়া ডাক কর্‌লে শুরু অথির বিদায়-কুহু –
উহু উহু উহু!
হাতছানি দেয় রাতের শাঙন,
অম্‌নি বাঁধে ধর্‌লো ভাঙন,
ফেলিয়ে বিয়ের হাতের কাঁঙন –
খুঁজে বেড়াই কোন্ আগুনে কাঁকন বাজে গো!
বেরিয়ে দেখি ছুট্‌ছে কেঁদে বাদ্‌লী হাওয়া হু হু!
মাথার উপর দৌড়ে টাঙন, ঝড়ের মাতন,
দেয়ার গুরু-গুরু ॥

www.banglainternet.com

পথ হারিয়ে কেঁদে ফিরি, 'আর বাঁচিনে! কোথায় প্রিয়,
কোথায় নিরুদ্দেশ?
কেউ আসে না, মুখে শুধু ঝাপ্‌টা মারে নিশীথ-মেঘের
আকুল চাঁচর কেশ।

'তাল-বনা'তে ঝঞ্ঝা তাথৈ হাততালি দেয়, বজ্রে বাজে তূরী,
মেখ্‌লা ছিঁড়ি পাগলী মেয়ে বিজ্‌লী-বালা নাচায় হীরের চুড়ি'
ঘুরি ঘুরি ঘুরি
ও সে সকল আকাশ জুড়ি'!

www.banglainternet.com

GOTO TOP

নিরুদ্দেশের যাত্রী

নিরুদ্দেশের পথে সেদিন প্রথম আমার যাত্রা হ'ল শুরু,
নিবিড় সে কোন্ বেদ্‌নাতে ভয়-আতুর এ-বুক কাঁপ্‌লো দুরু-দুরু ॥

মিটল না ভাই চেনার দেনা, অম্‌নি মুহুর্মুহু
ঘড়ছাড়া ডাক কর্‌লে শুরু অথির বিদায়-কুহু –
উহু উহু উহু!
হাতছানি দেয় রাতের শাঙন,
অম্‌নি বাঁধে ধর্‌লো ভাঙন,
ফেলিয়ে বিয়ের হাতের কাঁঙন –
খুঁজে বেড়াই কোন্ আগুনে কাঁকন বাজে গো!
বেরিয়ে দেখি ছুট্‌ছে কেঁদে বাদ্‌লী হাওয়া হু হু!
মাথার উপর দৌড়ে টাঙন, ঝড়ের মাতন,
দেয়ার গুরু-গুরু ॥

www.banglainternet.com

পথ হারিয়ে কেঁদে ফিরি, 'আর বাঁচিনে! কোথায় প্রিয়,
কোথায় নিরুদ্দেশ?
কেউ আসে না, মুখে শুধু ঝাপ্‌টা মারে নিশীথ-মেঘের
আকুল চাঁচর কেশ।

'তাল-বনা'তে ঝঞ্ঝা তাথৈ হাততালি দেয়, বজ্রে বাজে তূরী,
মেখ্‌লা ছিঁড়ি পাগলী মেয়ে বিজ্‌লী-বালা নাচায় হীরের চুড়ি'
ঘুরি ঘুরি ঘুরি
ও সে সকল আকাশ জুড়ি'!

www.banglainternet.com

GOTO TOP

থাম্‌ল বাদল রাতের কাঁদা,
হাস্‌লো, আমার টুট্‌লো ধাঁধা,
হঠাৎ ও কা'র নূপুর শুনি গো?
থাম্‌লো নূপুর, ভোরের তারা বিদায় নিল ঝুরি'।
আমি এখন চলি সাঁঝের বধূ সন্ধ্যাতারার চলার পথ গো!
আজ অস্তপারের শীতের বায়ু কানের কাছে বইছে ঝুরু-ঝুরু ॥

কলিকাতা
চৈত্র, ১৩২৭

www.banglainternet.com

www.banglainternet.com

GOTO TOP

চিরন্তনী প্রিয়া

এস এস এস আমার চির পুরানো!
বুক জুড়ে আজ বসবে এস হৃদয়-জুড়ানো!
আমার চির পুরানো!

পথ-বিপথে কতই আমায় নিত্য-নূতন বাঁধন এসে যাচে,
কাছে এসেই অম্‌নি তা'রা পুড়ে মরে আমার আগুন-আঁচে।
তা'রা এসে ভালবাসার আশায়
একটুকুতেই কেঁদে ভাসায়,
ভীরু তাদের ভালবাসা কেঁদেই ফুরানো।
বিজয়িনী চিরন্তনী মোর!
একা তুমিই হাস বিজয়-হাসি! দীপ দেখিয়ে পথে ঘুরানো ॥

তুমি যেদিন মুক্তি দিলে হেসে বাঁধন কাট্‌লে আপন হাতে,
প্রেম-গরবী আপন প্রেমের জোরে,
জান্‌তে, আমায় সইবে না কেউ বইবে না ভার,
হার মেনে সে আসতে হবে আবার তোমার দোরে।

গরবিনী! গর্ব করে এই কপালে লিখ্‌লে জয়ের টিকা,
"চঞ্চল এই বাঁধন-হারায় বাঁধতে পারে এক এ সাহসিকা!"
প্রিয়! তাই কি আমার ভালবাসা
সবাই বলে সর্বনাশা,
এই ধূমকেতু মোর আগুন-ছোঁওয়া বিশ্ব-পোড়ানো?
সর্বনাশী চপল প্রিয়া মোর!
তবে অভিশাপের বুকে তুমিই হাসবে এস
নয়ন-ঝুরানো ॥

কলিকাতা
ভাদ্র, ১৩২৮

www.banglainternet.com

GOTO TOP

বেদনা-মণি

একটি শুধু বেদনা-মানিক আমার মনের মণি-কোঠায়,
সেই ত আমার বিজন ঘরে দুঃখ-রাতের আঁধার টুটায়॥

সেই মানিকের রক্ত আলো
ভুলালো মোর মন ভুলালো গো।
সেই মানিকের করুণ কিরণ আমার বুকে মুখে লুটায়॥

আজ রিক্ত আমি কান্না হাসির দাবি-দাওয়ার বাঁধন ছিঁড়ে,
ঐ বেদনা-মণির শিখার মায়াই রইল একা জীবন ঘিরে।
এ কাল্ ফণী অনেক খুঁজি
পেয়েছে ঐ একটি পুঁজি গো।
আমার চোখের জলে ঐ মণি-দীপ আগুন-হাসির ফিনিক ফোটায়॥

কলিকাতা
ভাদ্র, ১৩২৮

www.banglainternet.com

www.banglainternet.com

GOTO TOP

পরশ-পূজা

আমি	এদেশ হ'তে বিদায় যেদিন নেবো প্রিয়তম,
আর	কাঁদবে এ-বুক সঙ্গীহারা কপোতিনী সম,
তখন	মুকুর-পাশে এক্‌লা গেহে
আমারি এই সকল দেহে
চুম্‌বো আমি চুম্‌বো নিজেই অসীম স্নেহে গো,
আহা	পরশ তোমার জাগছে যে গো এই সে দেহে মম ॥

তখন তুমি নাই বা প্রিয় নাই বা র'লে কাছে।
জানব আমার এই সে দেহে এই সে দেহে গো
তোমার	বাহুর বুকের শরম-ছোঁওয়ার কাঁপন লেগে আছে।
তখন	নাই বা আমার রইল মনে
কোন্‌খানে মোর দেহের বনে
জড়িয়ে দিলে লতার মতন আলিঙ্গনে গো,
আমি	চুমোয় চুমোয় ডুবাবো এই সকল দেহ মম,
এদেশ	হ'তে বিদায় যেদিন নেব প্রিয়তম ॥

www.banglainternet.com

কুমিল্লা
আষাঢ়, ১৩২৮

www.banglainternet.com

GOTO TOP

অনাদৃতা

ওরে অভিমানিনী!
এমন ক'রে বিদায় নিবি ভুলেও জানিনি।

পথ ভুলে তুই আমার ঘরে দু'দিন এসেছিলি'
সকল-সহা! সকল সয়ে কেবল হেসেছিলি।
হেলায় বিদায় দিনু যারে
ভেবেছিনু ভুল্‌বো তা'রে, হায়!
ভোলা কি তা যায়?
ওরে হারা-মণি? এখন কাঁদি দিবস-যামিনী॥

অভাগীরে! হাস্‌তে এসে কাঁদিয়ে গেলি,
নিজেও শেষে বিদায় নিলি কেঁদে,
ব্যথা দেওয়ার ছলে নিজেই সইলি ব্যথা রে,
বুকে সেই কথাটাই কাঁটার মতন বেঁধে!

যাবার দিনে গোপন ব্যথা বিদায়-বাঁশির সুরে
কইতে গিয়ে উঠলো দু'চোখ নয়ন-জলে পুরে!
না-কওয়া তোর সেই সে বাণী,
সেই হাসি-গান সেই মু'খানি, হায়!
আজো খুঁজি সকল ঠাঁই।
তোরে যাবার দিনে কেঁদে কেন ফিরিয়ে আনিনি?
ওরে অভিমানিনী॥

দৌলতপুর, কুমিল্লা
বৈশাখ, ১৩২৮

www.banglainternet.com

GOTO TOP

শায়ক-বেঁধা পাখি

রে নীড়-হারা, কচি-বুকে শায়ক-বেঁধা পাখি!
কেমন ক'রে কোথায় তোরে আড়াল দিয়ে রাখি?

কোথায় রে তোর কোথায় ব্যথা বাজে?
চোখের জলে অন্ধ আঁখি, কিছুই দেখি না যে!
ওরে মানিক! এ অভিমান আমায় নাহি সাজে –

তোর জুড়াই ব্যথা আমার ভাঙা বক্ষপুটে ঢাকি'।
ওরে আমার কোমল-বুকে-কাঁটা-বেঁধা পাখি!
কেমন ক'রে কোথায় তোরে আড়াল দিয়ে রাখি?

বক্ষে বিঁধে বিষ-মাখানো শর,
পথ-ভোলা রে! লুটিয়ে প'লি এ কা'র বুকের পর?
কে চিনালে পথ তোরে হায় এই দুখিনীর ঘর?
তোর ব্যথার শান্তি লুকিয়ে আছে আমার ঘরে নাকি?
ওরে আমার কোমল-বুকে-কাঁটা-বেঁধা পাখি!
কেমন ক'রে কোথায় তোরে আড়াল দিয়ে রাখি?

হায়, এ কোথায় শান্তি খুঁজিস্ তোর?
ডাক্‌ছে দেয়া, হাঁকছে হাওয়া, কাঁপছে কুটির মোর!
ঝঞ্ঝাবাতে নিবেছে দীপ, ভেঙেছে সব দোর,
দুলে দুঃখ-রাতের অসীম রোদন বক্ষে থাকি' থাকি'!
ওরে আমার কোমল-বুকে-কাঁটা-বেঁধা পাখি!
এমন দিনে কোথায় তোরে আড়াল দিয়ে রাখি?

www.banglainternet.com

GOTO TOP

মরণ যে বাপ বরণ করে তারে
'মা' 'মা' ডেকে যে দাঁড়ায় এই শক্তিহীনার দ্বারে!
মানিক আমি পেয়ে শুধু হারাই বারে বারে,
ওরে তাই ত ভয়ে বক্ষ কাঁপে কখন দিবি ফাঁকি!
ওরে আমার হারামণি! ওরে আমার পাখি!
কেমন ক'রে কোথায় তোরে আড়াল দিয়ে রাখি?
হারিয়ে-পাওয়া ওরে আমার মানিক!
দেখেই তোরে চিনেছি, আয় বক্ষে ধরি খানিক!
বাণ-বেঁধা বুক দেখে তোরে কোলে কেহ না নিক,
ওরে হারার ভয়ে ফেলতে পারে চীরকালের মা কি?
ওরে আমার কোমল-বুকে-কাঁটা-বেঁধা পাখি!
কেমন করে কোথায় তোরে আড়াল দিয়ে রাখি?

এ যে রে তোর চির-চেনা স্নেহ,
তুই ত আমার ন'স রে অতিথ্ অতীত কালের কেহ,
বারেবারে নাম হারায়ে এসেছিস এই গেহ!
এই মায়ের বুকে থাক যাদু তোর য'দিন আছে বাকি!
প্রাণের আড়াল করতে পারে সৃজন দিনের মা কি?
হারিয়ে যাওয়া? ওরে পাগল, সে ত চোখের ফাঁকি!

www.banglainternet.com

কুমিল্লা
জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯

www.banglainternet.com

GOTO TOP

হারা-মণি

এমন ক'রে অঙ্গনে মোর ডাক দিলি কে স্নেহের কাঙালি!
কে রে ও তুই কে রে? আহা ব্যথার সুরে রে, এমন চেনা স্বরে রে,
আমার ভাঙা ঘরের শূন্যতারি বুকের' পরে রে,
এ কোন্ পাগল স্নেহ-সুরধুনীর আগল ভাঙালি!

কোন্ জননীর দুলাল্ রে তুই কোন্ অভাগীর হারা-মণি,
চোখ-ভরা তোর কাজল চোখে রে,
আহা ছল ছল কাঁদন চাওয়ার সজল ছায়া কালো মায়া
সারাখনই উছলে যেন পিছল ননী রে!
মুখ-ভরা তোর ঝর্ণা-হাসি
শিউলি সম রাশি রাশি
আমার মলিন ঘরের বুকে-মুখে লুটায়ে আসি'রে!
বুক-জোড়া তোর ক্ষুব্ধ স্নেহ দ্বারে দ্বারে কর হেনে যে যায়,
কেউ কি তোরে ডাক দিল না? ডাক্‌লো যারা তাদের কেন
দ'লে এলি পায়?
কেন আমার ঘরের দ্বারে এসেই আমার পানে চেয়ে এমন
থম্‌কে দাঁড়ালি?
এমন চম্'কে আমার চমক লাগালি?
এই কি রে তোর চেনা গৃহ, এই কি রে তোর চাওয়া স্নেহ, হায়!
তাই কি রে আমার দুখের কুটির হাসির গানের রঙে রাঙালি?
হে মোর স্নেহের কাঙালি ॥

এ সুর যেন বড়ই চেনা, এ স্বর যেন আমার বাছার,
কখ্‌ন সে যে ঘুমের ঘোরে হারিয়েছিনু, হয় না মনে রে!

www.banglainternet.com

www.banglainternet.com

GOTO TOP

না চিনেই আজ তোকে চিনি, আমারি সে বুকের মানিক,
পথ ভুলে তুই পালিয়ে ছিলি সে কোন্ ক্ষণে সে কোন্ বনে রে!
দুষ্টু ওরে চপল ওরে, অভিমানী শিশু!
মনে কি তোর পড়ে না তার কিছু?
সেই অবধি যাদুমণি কত শত জনম ধ'রে
দেশ-বিদেশে ঘুরে ঘুরে রে,
আমি মা-হারা সে কতই ছেলের কতই মেয়ের
মা হয়ে বাপ খুঁজছি তোরে!
দেখা দিলি আজকে ভোরে রে!
উঠছে বুকে হাহা ধ্বনি
আয় বুকে মোর হারা-মণি,
আমি কত জনম দেখিনি যে এ মু'খানি রে!

পেটে-ধরা নাই বা হলি, চোখে ধরার মায়াও নহে এ,
তোকে পেতেই জন্ম জন্ম এমন ক'রে বিশ্ব-মায়ের
ফাঁদ পেতেছি যে!
আচম্‌কা আজ ধরা দিয়ে মরা-মায়ের ভরা-স্নেহে হঠাৎ জাগালি।
গৃহ-হারা বাছা আমার রে!
চিন্‌লি কি তুই হারা-মায়ে চিন্‌লি কি তুই আজ?
আজ্‌কে আমার অঙ্গনে তোর পরাজয়ের বিজয়-নিশান
তাই কি টাঙালি?
মোর স্নেহের কাঙালি॥

www.banglainternet.com

দৌলতপুর, কুমিল্লা
জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৮

www.banglainternet.com

GOTO TOP

নীল পরী

ঐ সর্ষে ফুলে লুটালো কার
হলুদ-রাঙা উত্তরী
উত্তরী-বায় গো–
ঐ আকাশ-গাঙে পাল তুলে যায়
নীল্ সে পরীর দূর্ তরী ॥

তার অবুঝ বীণার সবুজ সুরে
মাঠের নাটে পুলক পুরে,
ঐ গহন বনের পথটি ঘু'রে
আস্‌ছে দূরে কচিপাতা দূত্ ওরি ॥

মাঠ-ঘাট তার উদাস চাওয়ায়
হুতাশ কাঁদে গগন মগন
বেণুর বনে কাঁপ্‌চে গো তার
দীঘল শ্বাসের রেশটি সঘন।

তার বেতস-লতায় লুটায় তনু,
দিগ্বলয়ে ভুরুর ধনু,
সে পাকা ধানের হীরক-রেণু
নীল নলিনীর নীলিম -অণু
মেখেছে-মুখ্-বুক্ ভরি ॥

ট্রেনে কুমিল্লার পথে
চৈত্র, ১৩২৭

www.banglainternet.com

www.banglainternet.com

GOTO TOP

স্নেহ-ভীতু

ওরে এ কোন্ স্নেহ-সুরধুনী নাম্‌লো আমার সাহারায়?
বক্ষে কাঁদার বান ডেকেছে, আজ্ হিয়া কূল না হারায়!
কণ্ঠে চেপে শুষ্ক তৃষা
মরুর সে পথ তপ্ত সীসা,
চল্‌তে একা পাইনি দিশা ভাই;
বন্ধ নিশ্বাস-একটু বাতাস্!
এক ফোঁটা জল জহর-মিশা! –
মিথ্যা আশা, নাই সে নিশানা'ই!
হঠাৎ ও কার ছায়ার মায় রে?–
যেন ডাক-নামে আজ গাল্-ভরা ডাক ডাকছে কে ঐ মা-হারায়!

লক্ষ যুগের বক্ষ-ছাপা তুহিন হ'য়ে যে ব্যথা আর কথা ছিল ঘুমা,
কে সে ব্যথায় বুলায় পরশ রে?-
ওরে গলায় তুহিন্ কাহার কিরণ-তপ্ত সোহাগ-চুমা?
ওরে ও ভূত, লক্ষ্মী-ছাড়া,
হতভাগা বাঁধন-হারা!
কোথায় ছুটিস! একটু দাঁড়া, হায়!
ঐ ত তোরে ডাক্‌চে স্নেহ,
হাতছানি দেয় ঐ ত গেহ,-
কাঁদিস্ কেন পাগল-পরা তায়?
এত ডুক্‌রে কিসের তিক্ত কাঁদন তোর?
অভিমানি! মুখ ফেরা দেখ্ যা পেয়েছিস্ তা'ও হারায়!
হায়, বুঝবে কে যে স্নেহের ছোঁয়ায় আমার বাণী রা হারায়॥

দেওঘর
পৌষ, ১৩২৭

www.banglainternet.com

GOTO TOP

পলাতকা

কোন্ সুদূরের চেনা বাঁশির ডাক শুনেছিস্ ওরে চখা?
ওরে আমার পলাতকা!
তোর পʼড়লো মনে কোন্ হারা ঘর,
স্বপন-পারের কোন্ অলকা?
ওরে আমার পলাতকা!
তোর জল ভʼরেছে চপল চোখে,
বল্ কোন্ হারা-মা ডাক্‌লো তোকে রে?
ঐ গগন-সীমায় সাঁঝের ছায়ায়
হাতছানি দেয় নিবিড় মায়ায় -
উতল পাগল! চিনিস্ কি তুই চিনিস্ ওকে রে?
যেন বুক-ভরা ও গভীর স্নেহে ডাক দিয়ে যায়, "আয়,
ওরে আয় আয় আয়,
কোলে আয় রে আমার দুষ্টু খোকা!
ওরে আমার পলাতকা!"

www.banglainternet.com

দখিন হাওয়ায় বনের কাঁপনে-
দুলাল আমার! হাত-ইশারায় মা কি রে তোর
ডাক দিয়েছে আজ?
এত দিনে চিঁনলি কি রে পর ও আপনে!
নিশিভোরেই তাই কি আমার নামলো ঘরে সাঁঝ!

ধানের শীষে, শ্যামার শিসে–
যাদুমণি! বল্‌সে কিসে রে,

www.banglainternet.com

GOTO TOP

তুই শিউরে চেয়ে ছিঁড়লি বাঁধন!
চোখ-ভরা তোর উছলে কাঁদন রে!
তোরে কে পিয়ালো সবুজ-স্নেহের কাঁচা বিষে রে!
যেন আচম্‌কা কোন্‌ শশক-শিশু চম্‌কে ডাকে হায়,
"ওরে আয় আয় আয়–
আয় রে খোকন আয়,
বনে আয় ফিরে আয় বনের সখা!
ওরে চপল পলাতকা" ॥

কলিকাতা
শ্রাবণ, ১৩২৮

www.banglainternet.com

www.banglainternet.com

GOTO TOP

চিরশিশু

নাম-হারা তুই পথিক শিশু এলি অচিন দেশ পারায়ে।
কোন্ নামের আজ পর্‌লি কাঁকন, বাঁধন-হারার কোন্ কারা এ ॥

আমার মনের মতন ক'রে
কোন্ নামে বল্ ডাক্‌ব তোরে!
পথ-ভোলা তুই এই সে ঘরে
ছিলি ওরে এলি ওরে
বারেবারে নাম হারায়ে ॥

ওরে যাদু, ওরে মানিক আঁধার ঘরের রতন-মণি!
ক্ষুধিত ঘর ভর্‌লি এনে ছোট্ট হাতের একটু ননী!

আজ যে শুধু নিবিড় সুখে
কান্না-সায়র উথ্‌লে বুকে,
নতুন নামে ডাক্‌তে তোকে
ওরে ও কে কণ্ঠ রুখে
ওঠ্‌ছে কেন মন ভারায়ে।
অস্ত হ'তে এলে পথিক উদয় পানে পা বাড়ায়ে ॥

কলিকাতা
ফাল্গুন, ১৩২৭

www.banglainternet.com

www.banglainternet.com

GOTO TOP

মানস-বধূ

যেমন ছাঁচি পানের কপি পাতা প্রজাপতির ডানার ছোঁয়ায়,
ঠোঁট দুটি তার কাঁপন-আকুল একটি চুমায় অম্‌নি নোয়ায়

জল-ছল-ছল্ উড়ু-উড়ু চঞ্চল তার আঁখির তারা,
কখন বুঝি দেবে ফাঁকি সুদূর পথিক-পাখির পারা,
নিবিড় নয়ন-পাতার কোলে,
গভীর ব্যথার ছায়া দোলে,
মলিন চাওয়া ছাওয়া যেন দূরের সে কোন্ সবুজ ধোঁয়ায় ॥

সিঁথির বীথির খ'সে-পড়া কপোল-ছাওয়া চপল অলক
পলক-হারা, সে মুখ চেয়ে নাচ ভুলেছে নাকের নোলক।
পাংশু তাহার চূর্ণ কেশে,
মুখ মুছে যায় সন্ধ্যে এসে,
বিধুর অধর-সীধু যেন নিঙ্‌ড়ে কাঁচা আঙুর চোয়ায় ॥

দীঘল শ্বাসের বাউল বাজে নাসার সে তার যোড়-বাঁশিতে
পান্না-ক্ষরা কান্না যেন ঠোঁট-চাপা তার চোর হাসি সে।
ম্লান তার লাল্ গালের লালিম,
রোদ-পাকা আধ-ডাঁশা ডালিম,
গাগ্‌রী ব্যথার ডুবায় কে তার টোল-খাওয়া গাল-চিবুক-কুঁয়ায় ॥

চায় যেন সে শরম-শাড়ির ঘোমটা চিরি' পাতা ফুঁড়ি',
আধ-ফোঁটা বৌ মউল-বউল, বোলতা-ব্যাকুল বকুল-কুঁড়ি',

www.banglainternet.com

GOTO TOP

বোল্-ভোলা তোর কাঁকন্ চুড়ি
ক্ষীরের ভিতর হীরের ছুরি,
দু'চোখ-ভরা অশ্রু যেন পাকা পিয়াল শালের ঠোঙায় ॥
বুকের কাঁপন হুতাশ-ভরা, বাহুর বাঁধন কাঁদন-মাখা,
নিচোল বুকের কাঁচল আঁচল স্বপন-পারের পরীর পাখা।
খেয়াপারের ভেসে-আসা
গীতির মত পায়ের ভাষা,
চরণ-চুমায় শিউরে পুলক হিম-ভেজা দুধ-ঘাসের রোঁয়ায় ॥

সে যেন কোন্ দূরের মেয়ে আমার কবি-মানস-বধূ;
বুক-পোরা আর মুখ-ভরা তার পিছলে পড়ে ব্যথার মধু।
নিশীথ-রাতের স্বপন হেন,
পেয়েও তারে পাইনি যেন,
মিলন মোদের স্বপন-কূলে কাঁদন-ভরা চুমায় চুমায়।
নাম-হারা সেই আমার প্রিয়া, তারেই চেয়ে জনম গোঁয়ায় ॥

দৌলতপুর, কুমিল্লা
জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৮

www.banglainternet.com

www.banglainternet.com

GOTO TOP

দহন-মালা

হায় অভাগী! আমায় দেবে তোমার মোহন মালা ?
বদল দিয়ে মালা, নেবে আমার দহন-জ্বালা ?
                    কোন্ ঘরে আজ প্রদীপ জ্বেলে
                    ঘর-ছাড়াকে সাধ্‌তে এলে
                    গগন-ঘন শান্তি মেলে, হায়!
দু'হাত পুরে আন্‌লে ও কি সোহাগ-ক্ষীরের থালা
                    আহা দুখের বরণ ডালা ?
                    পথ্‌-হারা এই লক্ষ্মীছাড়ার
পথের ব্যথা পার্‌বে নিতে ? করবে বহন, বালা ?

লক্ষ্মীমণি! তোমার দিকে চাইতে আমি নারি,
                    দু'চোখ আমার নয়নজলে পুরে,
বুক ফেটে যায় তুব এ-হার ছিঁড়তে নাহি পারি,
ব্যথাও দিতে নারি, নারী! তাই যেতে চাই দূরে।

www.banglainternet.com

                    ডাক্‌তে তোমায় প্রিয়তমা
                    দু'হাত জুড়ে চাইছি ক্ষমা,
                    চাইছি ক্ষমা চাইছি ক্ষমা গো!
নয়ন-বাঁশির চাওয়ার সুরে
          বনের হরিণ বাঁধবে বৃথা লক্ষ্মী গহন-বালা।
কল্যাণী! হায় কেম্‌নে তোমায় দেবো
                    যে-বিষ পান করেছি নীলের নয়ন-গালা॥

কলিকাতা
চৈত্র, ১৩২৭

www.banglainternet.com

GOTO TOP

বিদায়-বেলায়

তুমি অমন ক'রে গো বারে-বারে জল-ছলছল চোখে চেয়ো না,
জল-ছলছল চোখে চেয়ো না।
ঐ কাতর-কণ্ঠে থেকে থেকে শুধু বিদায়ের গান গেয়ো না,
শুধু বিদায়ের গান গেয়ো না॥
হাসি দিয়ে যদি লুকালে তোমার সারা জীবনের বেদনা,
আজো তবে শুধু হেসে যাও, আজ বিদায়ের দিনে কেঁদো না।
ঐ ব্যথাতুর আঁখি কাঁদো-কাঁদো মুখ
দেখি আর শুধু হুহু করে বুক!
চলার তোমার বাকি পথটুক্‌।
পথিক! ওগো সুদূর পথের পথিক!
হায় অমন ক'রে ও অকরুণ গীতে আঁখির সলিলে ছেয়ো না,
ওগো আঁখির সলিলে ছেয়ো না॥

দূরের পথিক! তুমি ভাব বুঝি
তব ব্যথা কেউ বোঝে না,
তোমার ব্যথার তুমিই দরদী একাকী,
পথে ফেরে যারা পথ-হারা,
কোন গৃহবাসী তা'রে খোঁজে না,
কোন বুকে ক্ষত হ'য়ে জাগে আজো সেই ব্যথা-লেখা কি?
দূরে বাউলের গানে ব্যথা হানে বুঝি শুধু ধু-ধু মাঠে পথিকে?
এযে মিছে অভিমান পরবাসী! দেখে ঘর-বাসীদের ক্ষতি কে?

www.banglainternet.com

GOTO TOP

তবে জান কি তোমার বিদায়-কথায়
কত বুক-ভাঙা গোপন ব্যথায়
আজ কতগুলি প্রাণ কাঁদিছে কোথায় -
পথিক! ওগো অভিমানী দূর-পথিক!
কেহ ভালোবাসিল না ভেবে যেন আজো
মিছে ব্যথা পেয়ে যেয়ো না,
ওগো যাবে যাও, তুমি বুকে ব্যথা নিয়ে যেয়ো না।

দৌলতপুর, কুমিল্লা
বৈশাখ, ১৩২৮

www.banglainternet.com

www.banglainternet.com

GOTO TOP

অকরুণ পিয়া

আমার পিয়াল বনের শ্যামল পিয়ার ঐ বাজে গো বিদায় বাঁশি,
পথ-ঘুরানো সুর হেনে সে আবার হাসে নিদয় হাসি ॥

পথিক ব'লে পথের গেহ
বিলিয়েছিল একটু স্নেহ,
তাই দেখে তার ঈর্ষা-ভরা কান্নাতে চোখ গেল ভাসি' ॥

তখন মোদের কিশোর বয়স যেদিন হঠাৎ টুট্‌ল বাঁধন,
সেই হ'তে কার বিদায়-বেণুর জগৎ জুড়ে শুন্‌ছি কাঁদন।

সেই কিশোরীর হারা মায়া
ভুবন ভ'রে নিল কায়া
দুলে আজো তারি ছায়া আমার সকল পথে আসি ॥

www.banglainternet.com

কলিকাতা
শ্রাবণ, ১৩২৮

www.banglainternet.com

GOTO TOP

ব্যথা-নিশীথ

এই নীরব নিশীথ রাতে
শুধু জল আসে আঁখি-পাতে।
কেন কি কথা স্মরণে রাজে?
বুকে কার হতাদর বাজে?
কোন্ ক্রন্দন হিয়া-মাঝে
ওঠে গুমরি' ব্যর্থতাতে
আর জল ভরে আঁখি-পাতে॥

মম ব্যর্থ জীবন-বেদনা
এই নিশীথে লুকাতে নারি।
তাই গোপনে একাকী শয়নে
শুধু নয়নে উথলে বারি।
ছিল সেদিনো এমনি নিশা
বুকে জেগেছিল শত তৃষা,
তারি ব্যর্থ নিশাস মিশা
ওই শিথিল শেফালিকাতে
আর পূরবীর বেদনাতে॥

কলিকাতা
ফাল্গুন, ১৩২৭

www.banglainternet.com

GOTO TOP

সন্ধ্যাতারা

ঘোমটা-পরা কাদের ঘরের বৌ তুমি ভাই সন্ধ্যাতারা?
তোমার চোখের দৃষ্টি জাগে হারানো কোন্ মুখের পারা ॥

সাঁঝের প্রদীপ আঁচল ঝেঁপে
বঁধুর পথে চাইতে বেঁকে
চাউনিটি কার উঠছে কেঁপে
রোজ সাঁঝে ভাই এম্‌নি ধারা ॥

কার হারানো বধূ তুমি অস্তপথে মৌন মুখে
ঘনাও সাঁঝে ঘরের মায়া গৃহহীনের শূন্য বুকে।

এই যে নিতুই আসা-যাওয়া
এমন করুণ মলিন চাওয়া,
কার তরে হায় আকাশ-বধূ
তুমিও কি প্রিয়-হারা ॥

www.banglainternet.com

কলিকাতা
কার্তিক, ১৩২৭

www.banglainternet.com

GOTO TOP

দূরের বন্ধু

বন্ধু আমার! থেকে থেকে কোন্ সুদূরের নিজন-পুরে
ডাক দিয়ে যাও ব্যথার সুরে ?
আমার অনেক দুখের পথের বাসা বারে বারে ঝড়ে উড়ে,
ঘর-ছাড়া তাই বেড়াই ঘুরে ॥

তোমার বাঁশির উদাস কাঁদন
শিথিল করে সকল বাঁধন
কাজ হ'ল তাই পথিক-সাধন–
খুঁজে-ফেরা পথ-বঁধুরে,
ঘুরে ঘুরে দূরে দূরে।

হে মোর প্রিয়! তোমার বুকে একটুকুতেই হিংসা জাগে,
তাই তো পথে হয় না থামা – তোমার ব্যথা বক্ষে লাগে!

www.banglainternet.com

বাঁধতে বাসা পথের পাশে
তোমার চোখে কান্না আসে,
উত্তরী বায় ভেজা ঘাসে
শ্বাস ওঠে আর নয়ন ঝুরে,
বন্ধু তোমার সুরে সুরে।

বরিশাল
আশ্বিন, ১৩২৭

www.banglainternet.com

GOTO TOP

আশা

হয়ত তোমার পাব দেখা,
যেখানে ঐ নত আকাশ চুমছে বনের সবুজ রেখা ॥

ঐ সুদূরের গাঁয়ের মাঠে,
আ'লের পথে, বিজন ঘাটে;
হয়ত এসে মুচকি হেসে
ধ'রবে আমার হাতটি একা ॥

ঐ নীলের ঐ গহন-পারে ঘোমটা-হারা তোমার চাওয়া,
আন্‌লে খবর গোপন-দূতী দিক্‌-পারের ঐ দখিন হাওয়া ॥

বনের ফাঁকে দুষ্টু তুমি
আস্তে যাবে নয়না চুমি',
সেই সে কথা লিখছে হেথা
দিগ্বলয়ের অরুণ-লেখা ॥

www.banglainternet.com

বরিশাল
আশ্বিন, ১৩২৭

www.banglainternet.com

GOTO TOP

মরমী

কোন্ মরমীর মরম-ব্যথা আমার বুকে বেদ্না হানে,
জানি গো, সেও জানেই জানে।
আমি কাঁদি তাইতে যে তার ডাগর চোখে অশ্রু আনে,
বুঝেছি তা প্রাণের টানে ॥

বাইরে বাঁধি মনকে যত
ততই বাড়ে মর্ম-ক্ষত,
মোর সে ক্ষত ব্যথার মত
বাজে গিয়ে তারও প্রাণে,
কে ক'য়ে যায় হিয়ার কানে ॥

উদাস বায়ু ধানের ক্ষেতে ঘনায় যখন সাঁঝের মায়া,
দুই জনারই নয়ন-পাতায় অম্‌নি নামে কাজল-ছায়া!

www.banglainternet.com

দুইটি হিয়াই কেমন কেমন
বদ্ধ ভ্রমর পদ্মে যেমন,
হায়, অসহায় মূকের বেদন
বাজলো শুধু সাঁঝের গানে,
পূবের বায়ুর হুতাশ তানে ॥

বরিশাল
আশ্বিন, ১৩২৭

www.banglainternet.com

GOTO TOP

মুক্তি-বার

লক্ষ্মী আমার! তোমার পথে আজকে অভিসার।
অনেক দিনের পর পেয়েছি মুক্তি-রবিবার॥

দিনের পরে দিন গিয়েছে, হয়নি আমার ছুটি,
বুকের ভিতর মৌন-কাঁদন পড়ত বৃথাই লুটি'।
আজ পেয়েছি মুক্ত হাওয়া,
লাগ্‌ল চোখে তোমার চাওয়া,
তাই ত প্রাণে বাঁধ টুটেছে রুদ্ধ কবিতার॥

তোমার বুকের তলায়
অনেক দিনের অনেক কথা জমা,
কানের কাছে মুখটি থুয়ে
গোপন সে সব কইব প্রিয়তমা।

www.banglainternet.com

এবার শুধু কথায়-গানে রাত্রি হবে ভোর,
শুকতারাতে কাঁপবে তোমার নয়ন-পাতার লোর।
তোমায় সেধে ডাক্‌বে বাঁশী,
মলিন মুখে ফুট্‌বে হাসি,
হিম-মুকুরে উঠ্‌বে ভাসি' করুণ ছবি তার॥

দেওঘর
পৌষ, ১৩২৭

www.banglainternet.com

GOTO TOP

আপন-পিয়াসী

আমার আপনার চেয়ে আপন যে জন
খুঁজি তারে আমি আপনায়।
আমি শুনি যেন তার চরণের ধ্বনি
আমারি তিয়াসী বাসনায়॥

আমারই মনের তৃষিত আকাশে
কাঁদে সে চাতক আকুল পিয়াসে,
কভু সে চকোর সুধা-চোর আসে
নিশীথে স্বপনে জোছনায়॥

আমার মনের পিয়াল তমালে হেরি তারে স্নেহ-মেঘ-শ্যাম,
অশনি-আলোক হেরি তারে থির-বিজুলী-উজল অভিরাম।

www.banglainternet.com

আমারই রচিত কাননে বসিয়া
পরানু পিয়ারে মালিকা রচিয়া,
সে মালা সহসা দেখিনু জাগিয়া
আপনারি গলে দোলে হায়॥

কলিকাতা
আষাঢ়, ১৩৩১

www.banglainternet.com

GOTO TOP

বিবাগিনী

করেছ পথের ভিখারিনী মোরে কে গো সুন্দর সন্ন্যাসী?
কোন্ বিবাগীর মায়া-বনমাঝে বাজে ঘর-ছাড়া তব বাঁশি?
ওগো সুন্দর সন্ন্যাসী॥

তব প্রেম-রাঙা ভাঙা জোছনা
হের শিশির-অশ্রু-লোচনা,
ঐ চলিয়াছে কাঁদি' বরষার নদী গৈরিক-রাঙা-বসনা।
ওগো প্রেম-মহাযোগী, তব প্রেম লাগি নিখিল বিবাগী পরবাসী!
ওগো সুন্দর সন্ন্যাসী॥

মম একা ঘরে নাথ দেখেছিনু তোমা ক্ষীণ দীপালোকে হীন করি',
হেরি বাহির আলোকে অনন্ত লোকে এ কি রূপ তব মরি মরি!
দিয়া বেদনার পরে বেদনা
নাথ এ কি এ বিপুল চেতনা
তুমি জাগালে আমার রোদনে, অন্ধে দেখালে বিশ্ব দ্যোতনা।
ওগো নিষ্ঠুর মোর! অশুভ ও-রূপ তাই এত বাজে বুকে আসি'।
ওগো সুন্দর সন্ন্যাসী॥

হুগলি
আষাঢ়, ১৩৩১

www.banglainternet.com

GOTO TOP

প্রতিবেশিনী

আমার ঘরের পাশ দিয়ে সে চলতো নিতুই সকাল-সাঁঝে।
আর এ পথে চলবে না সে, সেই ব্যথা হায় বক্ষে বাজে ॥

আমার দ্বারের কাছটিতে তার ফুটতো লালী গালের টোলে,
টলতো চরণ, চাউনি বিবশ, কাঁপতো নয়ন-পাতার কোলে ॥
কুঁড়ি যেমন প্রথম খোলে গো!
কেউ কখনো কইনি কথা,
কেবল নিবিড় নীরবতা
সুর বাজাতো অনাহতা
গোপন মরম-বীণার মাঝে ॥

মূক পথের আজ বুক ফেটে যায় স্মরি' তারি পায়ের পরশ
বুক-খসা তার আঁচর-চুমু
রঙিন ধুলো পাংশু হ'ল, ঘাস শুকালো যেচে' বাচাল
যোড়-পায়েলার ঝুমু-ঝুমু!

আজো আমার কাটবে গো দিন রোজই যেমন কাটতো বেলা,
একলা ব'সে শূন্য ঘরে – তেম্‌নি ঘাটে ভাস্‌বে ভেলা –
অবহেলা হেলা-ফেলায় গো!

www.banglainternet.com

www.banglainternet.com

GOTO TOP

শুধু সে আর তেমন ক'রে
মন র'বে না নেশায় ভ'রে
আসার আশায় সে কার তরে
সজাগ হ'য়ে সকল কাজে।
ডুক্‌রে কাঁদে মন-কপোতী–
'কোথায় সাথীর কূজন বাজে?
সে-পা'র ভাষা কোথায় রাজে'?

দেওঘর
মাঘ, ১৩২৭

www.banglainternet.com

www.banglainternet.com

GOTO TOP

দুপুর-অভিসার

যাস্ কোথা সই একলা ও' তুই অলস বৈশাখে ?
জল নিতে যে যাবি ওলো কলস কই কাঁখে ?

সাঁঝ ভেবে তুই ভর-দুপুরেই দুকূল নাচায়ে
পুকুর-পানে ঝুমুর ঝুমুর নূপুর বাজায়ে
যাস্‌নে একা হাবা ছুঁড়ি,
অফুট জবা চাঁপা-কুঁড়ি তুই
দ্যাখ্ রঙ থেকে তোর লাল গালে যায়
দিগ্‌বধূ ফাগ থাবা ছুঁড়ি',
পিক-বধু সব টিটকিরী দেয় বুলবুলি চুমকুড়ি ॥
ওলো বউল-ব্যাকুল রসাল তরুর সরস ঐ শাখে ॥

দুপুর বেলায় পুকুর গিয়ে একূল ওকূল গেল দু'কূল তোর,
ঐ চেয়ে দ্যাখ পিয়াল-বনের দিয়াল ডিঙে এলো মুকুল-চোর।
সারঙ রাগে বাজায় বাঁশি নাম ধ'রে তোর ওই,
রোদের বুকে লাগলো কাঁপন সুর শুনে ওর সই।
পলাশ অশোক শিমুল-ডালে
বুলাস্ কি লো হিঙুল গালে তোর ?
আ'— আ' ম'লো যা! তাইতো হা দ্যাখ,
শ্যাম চুমু খায় সব সে কুসুম লালে
পাগ্‌লী মেয়ে! রাগ্‌লি নাকি ? ছি ছি দুপুর-কালে
বল্ কেম্‌নে দিবি সরস অধর-পরশ সই তাকে ?

কলিকাতা
ফাল্গুন, ১৩২৮

www.banglainternet.com

GOTO TOP

ছল্-কুমারী

কত ছল ক'রে সে বারে বারে দেখতে আসে আমায়।
কত বিনা-কাজের কাজের ছলে চরণ দুটি
আমার দোরেই থামায় ॥

জান্‌লা-আড়ে চিকের পাশে
দাঁড়ায় এসে কিসের আশে,
আমায় দেখেই সলাজ ত্রাসে
অনামিকায় জড়িয়ে আঁচল গাল দুটিকে ঘামায় ॥

সবাই যখন ঘুমে মগন দুরু-দুরু বুকে তখন
আমায় চুপে চুপে
দেখতে এসেই মল বাজিয়ে দৌড়ে পলায়,
রঙ খেলিয়ে চিবুক গালের কূপে!
দোর দিয়ে মোর জল্‌কে চলে
কাঁকন হানে কলস-গলে!
অম্‌নি চোখাচোখি হ'লে
চম্‌কে ভুঁয়ে নখটি ফোটায় চোখ দুটিকে নামায় ॥

সইরা হাসে দেখে তাহার দোর দিয়ে মোর
নিতুই নিতুই কাজ-অকাজে হাঁটা,
কর্‌বে কি ও? রোজ যে হারায় আমার দোরেই
শিথিল বেণীর দুষ্টু মাথায় কাঁটা!
একে ওকে ডাকার ভানে
আন্‌মনা মোর মনটি টানে,

www.banglainternet.com

GOTO TOP

কি যে কথা সেই তা জানে
ছল্-কুমারী নানান্ ছলে আমারে সে জানায়।
পিঠ ফিরিয়ে আমার পানে দাঁড়ায় দূরে
উদাস নয়ান যখন এলোকেশে,
জানি তখন মনে মনে আমার কথাই ভাবৃতেছে সে,
মরেছে সে আমায় ভালোবেসে।

বই-হাতে সে ঘরের কোণে
জানি আমার বাঁশিই শোনে,
ডাকলে রোষে আমার পানে
নয়না হেনেই রক্ত-কমল-কুঁড়ির সম চিবুকটি তার নামায়॥

দেওঘর
পৌষ, ১৩২৭

www.banglainternet.com

www.banglainternet.com

GOTO TOP

পাপড়ি খোলা

রেশ্‌মী চুড়ির শিঞ্জিনীতে রিম্‌ঝিমিয়ে মরম-কথা
পথের মাঝে চম্‌কে কে গো থমকে যায় ঐ শরম-নতা ॥

কাঁখ-চুমা তার কল্‌সি-ঠোঁটে
উল্লাসে জল উল্‌সি' ওঠে,
অঙ্গে নিলাজ পুলক ছোটে
বায় যেন হায় নরম লতা ॥

অ-চকিতে পথের মাঝে পথ-ভুলানো পর্‌দেশী কে
হান্‌লে দিঠি পিয়াস-জাগা পথ্‌বালা এই উর্বশীকে!

শূন্য তাহার কন্যা-হিয়া
ভর্‌ল বঁধুর বেদ্‌না নিয়া,
জাগিয়ে গেল পর্‌দেশিয়া
বিধুর বঁধুর মধুর ব্যথা ॥

www.banglainternet.com

দৌলতপুর, কুমিল্লা
বৈশাখ, ১৩২৮

www.banglainternet.com

GOTO TOP

বিধুরা পথিক-প্রিয়া

আজ নলিন্-নয়ান মলিন কেন বল সখি বল বল।
পড়ল মনে কোন্ পথিকের বিদায় চাওয়া ছল-ছল ?
বল সখি বল বল ॥

মেঘের পানে চেয়ে চেয়ে বুক ভিজালে চোখের জলে,
ঐ সুদূরের পথ বেয়ে কি দূরের পথিক গেছে চ'লে-
আবার ফিরে আস্‌বে ব'লে গো ?
স্বর শু'নে কা'র চম্‌কে ওঠ ? আ–হা!
ওলো ও যে বিহগ-বেহাগ নির্ঝরিণীর কল-কল ॥

ও নয় লো তার পায়ের ভাষা, আ–হা
শীতের শেষের ঝরা-পাতার বিদায় ধ্বনি ও,
কোন্ কালোরে কোন্ ভালোরে বাসলে ভালো, আ–হা!
খুঁজছ মেঘে পরদেশী কোন্ পলাতকার নয়ন-অমিয় ?
চুম্‌ছ কারে? ও নয় তোমার চির-চেনার চপল হাসির আলো-ছায়া,
ও যে গুবাক-তরুর চিকন পাতায় বাদল-চাঁদের মেঘ্‌লা মায়া।

ওঠ পথিক-পূজারিণী উদাসিনী বালা!
সে যে সবুজ-দেশের অবুঝ পাখি কখন এসে যাচবে বাঁধন,
কে জানে ভাই, ঘরকে চল।
ওকি ? চোখে নামল আবার বাদল-ছায়া ঢল-ঢল ?
চল সখি ঘরকে চল ॥

দৌলতপুর, কুমিল্লা
জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৮

www.banglainternet.com

GOTO TOP

মনের মানুষ

ফিরনু যেদিন দ্বারে দ্বারে কেউ কি এসেছিল ?
মুখের পানে চেয়ে এমন কেউ কি হেসেছিল ?

অনেক তো সে ছিল বাঁশি,
অনেক হাসি, অনেক ফাঁসি,
কই কেউ কি ডেকেছিল আমায়, কেউ কি যেচেছিল ?
ওগো এমন ক'রে নয়ন-জলে কেউ কি ভেসেছিল ?

তোম্‌রা যখন সবাই গেলে হেলায় ঠেলে পায়ে,
আমার সকল সুধাটুকুন পিয়ে,
সেই তো এসে বুকে ক'রে তুল্‌লো আপন নায়ে
আচম্‌কা কোন্‌ না-চাওয়া পথ দিয়ে।
আমার যত কলঙ্কে সে
হেসে বরণ করলে এসে
আহা বুক-জুড়ানো এমন ভালো কেউ কি বেসেছিল ?
ওগো জানতো কে যে মনের মানুষ সবার শেষে ছিল ॥

কুমিল্লা
আষাঢ়, ১৩২৮

www.banglainternet.com

GOTO TOP

প্রিয়ার রূপ

অধর নিস্‌পিস্‌
নধর কিস্‌মিস্‌
        রাতুল্‌ তুল্‌তুল্‌ কপোল;
ঝর্‌লো ফুল-কুল,
কর্‌লো গুল্‌ ভুল
        বাতুল বুল্‌বুল্‌ চপল ॥

নাসায় তিলফুল
হাসায় বিল্‌কুল,
        নয়ান ছলছল উদাস,
দৃষ্টি চোর-চোর
মিষ্টি ঘোর-ঘোর,
        বয়ান ঢল্‌ঢল্‌ হুতাশ।

www.banglainternet.com

অলক দুলদুল্‌
পলক ঢুল্‌ ঢুল্‌,
        নোলক চুম খায় মুখেই,
সিঁদুর মুখটুক্‌
হিঙুল টুক্‌টুক্‌,
        দোলক ঘুম যায় বুকেই।

ললাট ঝল্‌মল্‌
মলাট মল্‌মল্‌
        টিপ্‌টি টল্‌টল্‌ সিঁথির,

www.banglainternet.com

GOTO TOP

ভুরুর কায় ক্ষীণ
শুরুর নাই চিন,
দীপটি জ্বল্‌জ্বল দিঠির।

চিবুক টোল্ খায়,
কি সুখ্-দোল্ তায়
হাসির ফাঁস দেয়– সাবাস!
মুখ্‌টি গোলগাল,
চুপ্‌টি বোল্‌চাল
বাঁশির শ্বাস দেয় আভাস!

আনার লাল লাল
দানার তার গাল,
তিলের দাগ তায় ভোমর,
কপোল-কোল ছায়
চপল টোল, তায়
নীলের রাগ ভায় চুমোর॥

www.banglainternet.com

কুমিল্লা
ফাল্গুন,১৩২৮

www.banglainternet.com

GOTO TOP

বাদল-দিনে

আদর-গর-গর
বাদর দর-দর
এ-তনু ডর-ডর
কাঁপিছে থর-থর।

নয়ন ঢল-ঢল
সজল ছল-ছল,
কাজল কালো জল
ঝরে লো ঝর-ঝর॥

ব্যাকুল বন-রাজি শ্বসিছে ক্ষণে ক্ষণে,
সজনি! মন আজি গুমরে মনে মনে।
বিদরে হিয়া মম
বিদেশে প্রিয়তম,
এ জনু পাখি সম
বরিষা-জর-জর॥

www.banglainternet.com

কাহার্ ও-মেঘোপরি গমন গম-গম?
সখি রে মরি মরি, ভয়ে গা ছম-ছম!
গগনে ঘন ঘন
সঘনে শোন শোন—
ঝনন রণ রণ—
সজনি ধর ধর॥

জলদ-দামা বাজে জলদে তালে তালে,
কাজরী-নাচা নাচে ময়ূর ডালে ডালে॥

www.banglainternet.com

GOTO TOP

শ্যামল মুখ স্মরি,
সখিয়া বুক মোরি
উঠিছে ব্যথা ভরি'
আঁখিয়া ভর ভর ॥

বিজুরী হানে ছুরি চমকি' রহি' রহি'
বিধুরা একা ঝুরি বেদনা কারে কহি!
সুরভি কেয়া-ফুলে
এ হৃদি বেয়াকুলে,
কাঁদিছে দুলে দুলে
বনানী মর-মর ॥

নদীর কলকল , ঝাউ-এ ঝল-মল,
দামিনী জ্বল জ্বল , কামিনী টল-মল!
আজি লো বনে বনে
শুধানু জনে জনে,
কাঁদিল বায়ু সনে
তটিনি তর-তর ॥

www.banglainternet.com

আদুরী দাদুরী লো কহ লো কহ দেখি,
এমন বাদরী লো ডুবিয়া মরিব কি ?
একাকী এলোকেশে
কাঁদিব ভালোবেসে,
মরিব লেখা-শেষে,
সজনী সর সর ॥

কলিকাতা
শ্রাবণ,১৩২৮

www.banglainternet.com

GOTO TOP

কার বাঁশি বাজিল?

কার বাঁশি বাজিল
নদী-পারে আজি লো ?
নীপে নীপে শিহরণ কম্পন রাজিল-
কার বাঁশি বাজিল ?
বনে বনে দূরে দূরে
ছল ক'রে সুরে সুরে
এত ক'রে ঝুরে ঝুরে
কে আমায় যাচিল ?
পুলকে এ-তনু-মন ঘন ঘন নাচিল।
ক্ষণে ক্ষণে আজি লো কার বাঁশি বাজিল ?

কার হেন বুক ফাটে মুখ নাহি ফোটে লো!
না কওয়া কি কথা যেন সুরে বেজে উঠে লো!
মম নারী-হিয়া মাঝে
কেন এত ব্যথা বাজে?
কেন ফিরে এনু লাজে
নাহি দিয়ে যা ছিল!
যাচা-প্রাণ নিয়ে আমি কেমনে সে বাঁচি লো ?
কেঁদে কেঁদে আজি লো কার বাঁশি বাজিল ?

কলিকাতা
চৈত্র, ১৩২৮

www.banglainternet.com

www.banglainternet.com

GOTO TOP

অ-কেজোর গান

ঐ ঘাসের ফুলে মটর-শুটির ক্ষেতে
আমার এ-মন-মৌমাছি ভাই উঠেছে আজ মেতে ॥

রোদ্-সোহাগী পউষ-প্রাতে
অথির প্রজাপ্রতির সাথে
বেড়াই কুঁড়ির পাতে পারে
পুষ্পল মৌ ক্ষেতে।
আমি আমন ধানের বিদায়-কাঁদন শুনি মাঠে রেতে ॥

আজ কাশ-বনে কে শ্বাস ফেলে যায় মরা নদীর কূলে,
ও তার হল্‌দে আঁচল চল্‌তে জড়ায় অড়হরের ফুলে!

বাব্‌লা-ফুলে নাক-ছাবি তার,
গায় শাড়ি নীল অপ্‌রাজিতার
চলেছি সেই অজানিতার
উদাস পরশ পেতে।
আমায় ডেকেছে সে চোখ-ইসারায় পথে যেতে যেতে ॥

ঐ ঘাসের ফুলে মটর-শুটির ক্ষেতে
আমার এ-মন-মৌমাছি ভাই উঠেছে তাই মেতে ॥

দেওঘর
পৌষ, ১৩২৭

www.banglainternet.com

GOTO TOP

স্তব্ধ বাদল

ঐ নীল-গগনের নয়ন-পাতায়
    নাম্‌লো কাজল-কালো মায়া।
  বনের ফাঁকে চম্‌কে বেড়ায়
    তারই সজল আলো-ছায়া॥
ঐ তমাল তালের বুকের কাছে
  ব্যথিত কে দাঁড়িয়ে আছে,
    দাঁড়িয়ে আছে!
  ভেজা পাতায় ঐ কাঁপে তার
    আদুল ঢল-ঢল কায়া॥

যার শীতল হাতের পুলক-ছোঁয়ায়
    কদম-কলি শিউরে' উঠে,
  জুঁই-কুঁড়ি সব নেতিয়ে পড়ে
    কেয়া বধূ ঘোমটা টুটে।
আহা! আজ কেন তার চোখের ভাষা
  বাদল-ছাওয়া ভাসা-ভাষা-
    জলে-ভাসা?
  দিগন্তেরে ছিড়িয়েছে সেই
    নিতল আঁখির নীল্ আবছায়া॥

এ কার ছায়া দোলে অতল কালো
    শাল-পিয়ালের শ্যামলিমায়?

www.banglainternet.com

www.banglainternet.com

GOTO TOP

আম্‌লকি-বন থাম্‌লো ব্যথায়
ঘাম্‌লো কাঁদন গগন-সীমায়!
আজ তার বেদনাই ভরেছে দিক,
ঘর-ছাড়া হায় এ কোন্ পথিক,
এ কোন্ পথিক?
এ কি স্তব্ধ তারি আকাশ-জোরা
অসীম রোদন-বেদন-ছায়া ॥

কুমিল্লা,
আষাঢ়, ১৩২৯

www.banglainternet.com

www.banglainternet.com

চাঁদ-মুকুর

চাঁদ হেরিতেছে চাঁদ-মুখ তার সরসীর আরশিতে।
ছুটে তরঙ্গ বাসনা-ভঙ্গ সে অঙ্গ পরশিতে॥

হেরিছে রজনী রজনী জাগিয়া
চকোর উতলা চাঁদের লাগিয়া,
কাহাঁ পিউ কাহাঁ ডাকিছে পাপিয়া,
কুমুদীরে কাঁদাইতে॥

না জানি সজনী কত সে রজনী কেঁদেছে চকোরী পাপিয়া,
হেরেছে শশীরে সরসী-মুকুরে ভীরু ছায়া-তরু কাঁপিয়া

কেঁদেছে আকাশে চাঁদের ঘরণী
চির-বিরহিণী রোহিণী তরণী,
অবশ আকাশ বিবশা ধরণী
কাঁদানিয়া চাঁদিনীতে॥

www.banglainternet.com

হুগলি
ফাল্গুন,১৩৩১

www.banglainternet.com

GOTO TOP

চির-চেনা

নামা-হারা ঐ গাঙের পারে বনের কিনারে
বেতস-বেণুর বনে কে ঐ বাজায় বীণা রে ॥

লতায়-পাতায় সুনীল রাগে
সে-সুর সোহাগ-পুলক লাগে,
সে-সুর ঘুমায় দিগঙ্গনার শয়ন লীনা রে
আমি কাঁদি, এ-সুর আমার চির-চেনা রে ॥

ফাগুন-মাঠে শিস্ দিয়ে যায় উদাসী তার সুর,
শিউরে ওঠে আমের মুকুল ব্যথায় ভারাতুর।

সে সুর কাঁপে উতল হাওয়ায়,
কিশলয়ের কচি চাওয়ায়,
সে চায় ইসারায় অস্তাচলের প্রাসাদ-মিনারে।
আমি কাঁদি, এই ত আমার চিরচেনা রে ॥

কুমিল্লা
জ্যৈষ্ঠ,১৩২৯

www.banglainternet.com

www.banglainternet.com

GOTO TOP

পাহাড়ী গান

মোরা ঝঞ্ঝার মত উদ্দাম, মোরা ঝর্ণার মত চঞ্চল।
মোরা বিধাতার মত নির্ভয়, মোর প্রকৃতির মত সচ্ছল ॥

মোরা আকাশের মত বাধাহীন,
মোরা মরু-সঞ্চর বেদুঈন,
মোরা জানি না ক' রাজা রাজ্-আইন,
মোরা পরি না শাসন-উদুখল।
মোরা বন্ধন-হীন জন্ম-স্বাধীন, চিত্ত মুক্ত শতদল।
মোরা সিন্ধু-জোয়ার কল-কল
মোরা পাগলা-ঝোরার ঝরা-জল
কল-কল-কল্- ছল-ছল-ছল্ কল-কল্-কল্ ছল-ছল-ছল্ ॥

মোরা দিল্-খোলা খোলা প্রান্তর,
মোরা শক্তি-অটল মহীধর,
মোরা মুক্ত-পক্ষ নভ-চর,
মোরা হাসি-গান সম উচ্ছল।
মোরা বৃষ্টির জল বনফল খাই, শয্যা শ্যামল বন-তল,
মোরা প্রাণ-দরিয়ার কল-কল্,
মোরা মুক্ত-ধারার ঝরা-জল
চল-চঞ্চল কল-কল-কল্ ছল-ছল-ছল্ ছল-ছল-ছল্ ॥

হুগলি
আষাঢ়,১৩৩১

www.banglainternet.com

GOTO TOP

অমর-কানন

অমর-কানন
মোদের অমর-কানন!
বন কে বলে রে ভাই, আমাদের তপোবন,
আমাদের তপোবন ॥

এর দক্ষিণে "শালী" নদী কুলু কুলু বয়,
তার কূলে কূলে শাল-বীথি ফুলে ফুল-ময়,
হেথা ভেসে আসে জলে-ভেজা দখিনা মলয়,
হেথা মহুয়ার মউ খেয়ে মন উচাটন ॥

দূর প্রান্তর-ঘেরা আমাদের বাস,
দুধ-হাসি হাসে হেথা কচি দুব্-ঘাস,
উপরে মায়ের মত চাহিয়া আকাশ,
বেণু-বাজা মাঠে হেথা চরে ধেনুগণ ॥

www.banglainternet.com

মোরা নিজ হাতে মাটি কাটি, নিজে ধরি হাল,
সদা খুশি-ভরা বুক হেথা হাসি-ভরা গাল,
মোরা বাতাস করি গো ভেঙে হরিতকি -ডাল,
শাখায় শাখায় শাখী, গানের মাতন ॥

প্রহরী মোদের ভাই "পূরবী" পাহাড়,
'শুশুনিয়া' আগুলিয়া পশ্চিমি দ্বার,
ওরে উত্তরে উত্তরী কানন-বিথার ,
দূরে ক্ষণে ক্ষণে হাতছানি দেয় তালী-বন ॥

www.banglainternet.com

GOTO TOP

হেথা ক্ষেত-ভরা নিয়ে আসে অঘ্রান,
হেথা প্রাণে ফোটে ফুল হেথা ফলে ফোটে প্রাণ,
ওরে রাখাল সাজিয়া হেথা আসে ভগবান,
মোরা নারায়ণ-সাথে খেলা খেলি অনুখন ॥

মোরা বটের ছায়ায় বসি',করি গীতাপাঠ,
আমাদের পাঠশালা চাষী-ভরা মাঠ,
গাঁয়ে গাঁয়ে আমাদের মায়েদের হাট
ঘরে ঘরে ভাই-বোন বন্ধু-স্বজন ॥*

গঙ্গাজলঘাটী, বাঁকুড়া
আষাঢ়,১৩৩২

www.banglainternet.com

* বাকড়া জেলার গঙ্গাজলঘাটী জাতীয় বিদ্যালয়টি নদী ,পাহাড়, বন ও মাঠ-ঘেরা একটি প্রান্তরে। এর নাম 'অমর কানন'। এই বিদ্যালয় অমর নামক একটি তরুণের তপস্যার ফল। সে আজ স্বর্গে। এই গানটি ঐ বিদ্যালয়ের ছেলেদের জন্য লিখিত।

www.banglainternet.com

GOTO TOP

পুবের হাওয়া*

(ঝড় : পূর্ব-তরঙ্গ)

আমি ঝড় পশ্চিমের প্রলয়-পথিক –
অসহ যৌবন-দাহে লেলিহান-শিখ
দারুণ দাবাগ্নি-সম নৃত্য-ছায়ানটে
মাতিয়া ছুটিতেছিনু, চলার দাপটে
ব্রহ্মাণ্ড ভণ্ডুল করি! অগ্রে সহচরী
ঘূর্ণা-হাতছনি দিয়া চলে ঘুর্ণি পরী
গ্রীষ্মের গজল গেয়ে পিলু-বারোয়াঁয়
উশীরের তার-বাঁধা প্রান্তর-বীণায়।

করতালি-ঠেকা দেয় মত্ত তালি-বন
কাহার্‌বা-দ্রুত-তালে।- আমি উচাটন
মন্মথ-উন্মাদ "আঁখি রাগ-রক্ত ঘোর
ঘূর্ণিয়া পশ্চাতে ছুটি, প্রমত্ত চকোর
প্রথম-কামনা-ভীতু চকোরিণী পানে
ধায় যেন দুরন্ত বাসনা-বেগ-টানে।

সহসা শুনিনু কার বিদায়-মন্থর
শ্রান্ত শ্লথ গতি-ব্যথা, পাতা-থরথর

www.banglainternet.com

* "ঝড়" কবিতার পশ্চিম-তরঙ্গ "বিষের বাঁশী"তে বেরিয়েছিল।

www.banglainternet.com

GOTO TOP

পথিক-পদাঙ্ক-আঁকা পুব-পথ-শেষে।
দিগন্তের পর্দা ঠেলি' হিম-মরু-দেশে
মাগিছে বিদায় মোর প্রিয়া ঘূর্ণিপরী,
দিগন্ত ঝাপ্‌সা তার অশ্রু-হিমে ভরি'।
গোলে-বকৌলির দেশে মরু-পরীস্থানে
মিশে গেল হাওয়া-পরী।
অযথা সন্ধানে
দিকচক্র-রেখা ধরি' কেঁদে কেঁদে চলি
শান্ত অশ্বশ্বসা-গতি। চম্পা-একাবলী
ছিন্ন ম্লান ছেয়ে আছে দিগন্ত ব্যাপিয়া,
সেই চম্পা চোখে চাপি' ডাকি , 'পিয়া পিয়া'!
বিদায়-দিগন্ত ছানি' নীল হলাহল
আকণ্ঠ লইনু পিয়া, তরল গরল-
সাগরে ডুবিল মোর আলোক-কমলা,
আঁখি মোর ঢুলে আসে-শেষ হল চলা!
জাগিলাম জন্মান্তর-জাগরণ-পারে
যেন কোন্‌ দাহ -অন্ত ছায়া- পারাবারে
বিচ্ছেদ-বিশীর্ণ তনু, শীতল-শিহর!
প্রতি রোম-কূপে মোর কাঁপে থরথর!

www.banglainternet.com

কাজল-সুস্নিগ্ধ কার অঙ্গুলি-পরশ
বুলায় নয়নে মোর, দুলায়ে অবশ
ভার শ্লথ তনু মোর ডাকে-জাগে পিয়া
জাগো রে সুন্দর মোরি রাজা শাঁবলিয়া!"

জল-নীলা ইন্দ্র-নীলকান্তমণি-শ্যামা
এ কোন্‌ মোহিনী তন্বী যাদুকরী বামা

www.banglainternet.com

GOTO TOP

জাগাল উদয়-দেশে নব মন্ত্র দিয়া
ভয়াল-আমাকে ডাকি-হে সুন্দর পিয়া”
- আমি ঝড় বিশ্ব-ত্রাস মহা-মৃত্যু-ক্ষুধা,
ত্র্যম্বকের ছিন্নজটা-ওগো এত সুধা,
কোথা ছিল অগ্নি-কুণ্ড মোর দাব-দাহে?
এত প্রেম-তৃষা সাধ গরল-প্রবাহে ?–

আবার ডাকিল শ্যামা ,“জাগো মোরি পিয়া!”
এতক্ষণে আপনার পানে নিরখিয়া
হেরিলাম আমি ঝড় অনন্ত সুন্দর
পুরুষ-কেশরী বীর! প্রলয়-কেশর
স্কন্ধে মোর পৌরুষের প্রকাশে মহিমা!
চোখে মোর ভাস্করের দীপ্তি-অরুণিমা
ঠিকরে প্রদীপ্ত তেজে! মুক্ত ঝোড়ো কেশে
বিশ্বলক্ষ্মী মালা তাঁর বেঁধে দেন হেসে!

এ কথা হয়নি মনে আগে,– আমি বীর
পরুষ পুরুষ-সিংহ, জয়-লক্ষ্মী-শ্রীর
স্নেহের দুলাল আমি; আমারেও নারী
ভালোবাসে, ভালোবাসে রক্ত-তরবারি
ফুল-মালা চেয়ে! চাহে তারা নর
অটল-পৌরুষ বীর্যবন্ত শক্তিধর!
জানিনু সেদিন আমি এ সত্য মহান-
হাসিল সেদিন মোর মুখে ভগবান
মদন-মোহন-রূপে! সেই সে প্রথম
হেরিনু, সুন্দর আমি সৃষ্টি-অনুপম!

www.banglainternet.com

GOTO TOP

যাহা কিছু ছিল মোর মাঝে অসুন্দর
অশিব ভয়াল মিথ্যা অকল্যাণকর
আত্ম অভিমান হিংসা দ্বেষ-তিক্ত ক্ষোভ-
নিমেষে লুকাল কোথা, স্নিগ্ধ-শ্যাম ছোপ
সুন্দরের নয়নের লাগি' মোর প্রাণে!
পুবের পরীরে নিয়া অস্তদেশ পানে
এইবার দিনু পাড়ি । নটনটী-রূপে
গ্রীষ্মদগ্ধ তাপশুষ্ক মারী ধ্বংস-স্তূপে
নেচে নেচে গাই নব-মন্ত্র সাম-গান
শ্যামল জীবন-গাথা জাগরণ-তান!

*

এইবার গাহি নেচে নেচে,
রে জীবন-হার, ওঠ্ বেঁচে!
রুদ্র কালের বহ্নি-রোষ
নিদাঘের দাহ গ্রীষ্ম-শোষ
নিবাতে এনেছি শান্তি-সোম,
ওম শান্তি, শান্তি ওম্!
জেগে ওঠ্ ওরে মূর্ছাতুর!
হোক্ অশিব মৃত্যু দূর!
গাহে উদ্গাতা সজল ব্যোম,
ওম্ শান্তি, শান্ত ওম্ ।
ওম্ শান্তি, শান্তি ওম ।
ওম্ শান্তি, শান্তি ওম্ ॥

www.banglainternet.com

www.banglainternet.com

GOTO TOP

এস মোর শ্যাম-সরসা
ঘনিমার হিঙুল-শোষা
বরষা প্রেম-হরষা
প্রিয় মোর নিকষ-নীলা!
শ্রাবণের কাজল গুলি'
ওলো আয় রাঙিয়ে তুলি
সবুজের জীবন-তুলি
মৃতে কর প্রাণ-রঙিলা ॥
আমি ভাই পুবের হাওয়া
বাঁচনের নাচন-পাওয়া,
কার্‌ফায় কাজ্‌রী গাওয়া,
নটিনীর পা-ঝিনঝিন!
নাচি আর নাচ্‌না শেখাই
পূরবের বাইজীকে ভাই,
ঘুমুরের তাল দিয়ে যাই –
এক দুই এক্ দুই তিন ॥

বিল ঝিল তড়াগ পুকুর
পিয়ে নীর নীল কম্বুর
থইথই টইটুম্বুর!
ধরা আজ পুষ্পবতী!
গুগুনির নিদ্রা শুষি'
রূপসী ঘুম-উপোসী!
কদমের উদ্‌মো খুশি
দেখায় আজ শ্যাম্ যুবতী ॥

www.banglainternet.com

www.banglainternet.com

GOTO TOP

হুরীরা দুর আকাশে
বরুণের গোলাব-পাশে
ধারা-জল ছিটিয়ে হাসে
বিজুলীর ঝিলিমিলিতে!
অরুশ আর বরুণ রণে,
মাতিল ঘোর স্বননে
আলো-ছায় গগন-বনে
"শার্দূল-বিক্রীড়িতে।"

(শার্দূল-বিক্রিড়িত ছন্দে)

উত্রাস ভীম
মেঘে কুচ্‌কাওয়াজ
চলিছে আজ,
সোন্মাদ সাগর
খায় রে দোল্‌!

ইন্দ্রের রথ
বজ্রের কামান
টানে উজান
মেঘ-ঐরাবত
মদ-বিভোল্‌॥

যুদ্ধের রোল
বরুণের জাঁতায়
নিনাদে ঘোর,
বারীশ আর্ বাসব
বন্ধু আজ।

www.banglainternet.com

www.banglainternet.com

GOTO TOP

সূর্যের তেজ
দহে মেঘ-গরুড়
ধূম্র-চূড়,
রশ্মির ফলক
বিঁধিছে বাজ ॥

বিশ্রাম-হীন
যুঝে তেজ-তপন
দিক্ বারণ
শির-মদ-ধারায়
ধরা মগন!

অম্বর-মাঝ
চলে আলো-ছায়ায়
নীরব রণ
শার্দূল শিকার
খেলে যেমন ॥

রৌদ্রের শর
খরতর প্রখর
ক্লান্ত শেষ,
দিবা দ্বিপ্রহর
নিশি-কাজল!

সোল্লাস ঘোর
ঘোষে বিজয়-বাজ
গরজি' আজ
দোলে সিংহ-বি-ক্রীড়ে দোল্ ॥

www.banglainternet.com

www.banglainternet.com

GOTO TOP

(সিংহ-বিক্রিড় ছন্দে)

নাচায় প্রাণ রণোন্মাদ- বিজয়-গান, গগনময় মহোৎসব।
রবির রথ অরুণ-যান- কিরণ-পথ ডুবায় মেঘ মহার্ণব ॥

মেঘের ছায় শীতল কায় ঘুমায় থির দীঘির জল অথই থই।
তৃষায় ক্ষীণ 'ফটিক জল' 'ফটিক জল' কাঁদায় দিল্‌ চাতক ঐ ॥

মাঠের পর সোহাগ-ঢল জলদ্‌-দ্রব্‌ ছলাৎছল ছলাৎছল!
পাহাড়-গায় ঘুমায় ঘোর অসিত মেঘ- শিশুর দল অচঞ্চল ॥

বিলোল-চোখ হরিণ চায় মেঘের গায়, চমক খায় গগন-কোল,
নদীর পার চখীর ডাক "কোয়াককো' বনের বায় খাওয়ায় দোল ॥

স্বয়ম্ভুর সতীর শোক- ধ্যানোন্মাদ- নিদাঘ-দাব তপের কাল
নিশেষ আজ! মহেশ্বর উমার গাল চুমার ঘায় রাঙায় লাল ॥

(অনঙ্গশেখর ছন্দে)

এবার আমার বিলাস শুরু অনঙ্গশেখরে।
পরশ-সুখে শ্যামার বুকে কদম্ব শিহরে ॥
কুসুমেষু'র পরশ-কাতর নিতম্ব-মন্থরা
সিনান-শুচি স-যৌবনা রোমাঞ্চিত ধরা।

ঘন শ্রোণীর, গুরু উরুর, দাড়িম-ফাটার ক্ষুধা
যাচে গো আজ পরুষ-পীড়ন পুরুষ-পরশ-সুধা।
শিথিল-নীবি বিধুর বালা শয়ন ঘরে কাঁপে,
মদন্‌-শেখর কুসুম্‌-স্তবক উপাধানে চাপে!

www.banglainternet.com

www.banglainternet.com

GOTO TOP

আমার বুকের কামনা আজ কাঁদে নিখিল জুড়ি',
বনের হিয়ায় তিয়াষ জিয়ায় প্রথম কদম-কুঁড়ি।
শাখীরা আজ শাখায় শাখায় পাখায় পাখায় বাঁধা,
কুলায় রচে, মনে শোনে শাবক-শিশুর কাঁদা।

তাপস-কঠিন উমার গালে চুমার পিয়াস জাগে,
বধূর বুকে মধুর আশা কোলে কুমার মাগে!
তরুণ চাহে করুণ চোখে উদাসী তার আঁখি,
শোনে, কোথায় কাঁদে ডাহুক ডাহুকীরে ডাকি'!

এবার আমার পথের শুরু তেপান্তরের পথে,
দেখি, হঠাৎ চরণ রাঙা মৃণাল-কাঁটার ক্ষতে।
ওগো আমার এখনো যে সকল পথই বাকি,
মৃণাল হেরি' মনে পড়ে কাহার কমল-আঁখি!

হুগলি
শ্রাবণ, ১৩৩১

www.banglainternet.com

www.banglainternet.com

GOTO TOP

আল্‌তা-স্মৃতি

ঐ রাঙা পায়ে রাঙা আল্‌তা প্রথম যেদিন প'রেছিলে,
সেদিন তুমি আমায় কি গো ভুলেও মনে ক'রেছিলে—
আল্‌তা যেদিন প'রেছিলে ?

জানি, তোমার নারীর মনে নিত্য-নূতন পাওয়ার পিয়াস
হঠাৎ কেন জাগ্‌ল সেদিন, কণ্ঠ ফেটে কাঁদ্‌ল তিয়া!
মোর আসনে সেদিন রানী
নতুন রাজায় বর্‌লে আনি',
আমার রক্তে চরণ রেখে তাহার বুকে মরেছিলে—
আল্‌তা যেদিন প'রেছিলে ॥

মর্ম্মমূলে হান্‌লে আমার অবিশ্বাসের তীক্ষ্ণ ছুরি
সে-খুন সখায় অর্ঘ্য দিলে যুগল চরণ-পদ্মে পুরি'।
আমার প্রাণের রক্ত-কমল
নিঙড়ে হ'ল লাল পদতল,
সেই শতদল দিয়ে তোমার নতুন রাজায় ব'রেছিলে—
আল্‌তা যেদিন প'রেছিলে ॥

আমার হেলায় হত্যা ক'রে দাঁড়িয়ে আমার রক্ত-বুকে
অধর-আঙুর নিঙড়েছিলে সখার তৃষা-শুষ্ক মুখে।
আল্‌তা সে নয়, সে যে খালি
আমার যত চুমোর লালী!
খেল্‌তে হোরি তাইতে, গোরী, চরণ-তরী ভ'রেছিলে—
আল্‌তা যেদিন প'রেছিলে ॥

www.banglainternet.com

GOTO TOP

জানি রানী, এম্‌নি ক'রে আমার বুকের রক্ত-ধারায়
আমারই প্রেম জন্মে জন্মে তোমার পায়ে আল্‌তা পরায়!
এবারও সেই আল্‌তা-চরণ
দেখতে প্রথম পায়নি নয়ন!
মরণ-শোষা রক্ত আমার চরণ-ধারে ধ'রেছিলে-
আল্‌তা যেদিন প'রেছিলে ॥

কাহার পুলক-অলক্তকের রক্তধারায় ডুবিয়ে চরণ
উদাসিনী! যেচেছিলে মনের মনে আমার মরণ!
আমার সকল দাবি দ'লে
লিখলে 'বিদায়' চরণতলে!
আমার মরণ দিয়ে তোমার সখার হৃদয় হ'রেছিলে-
আল্‌তা যেদিন প'রেছিলে ॥

বহরমপুর জেল
অগ্রহায়ণ, ১৩৩১

www.banglainternet.com

www.banglainternet.com

GOTO TOP

রৌদ্র-দগ্ধের গান

এবার আমার জ্যোতির্গেহে তিমির-প্রদীপ জ্বালো।
আনো অগ্নি-বিহীন দীপ্তি-শিখার তৃপ্তি অতল কালো।
তিমির প্রদীপ জ্বালো॥

নয়ন আমার তামস-তন্দ্রালসে
ঢুলে পড়ুক ঘুমের সবুজ রসে,
রৌদ্র-কুহুর দীপক-পাখা পড়ুক, টুটুক খসে,
আমার নিদাঘ-দাহে অমা-মেঘের নীল অমিয়া ঢালো।
তিমির-প্রদীপ জ্বালো॥

মেঘে ডুবাও সহস্রদল রবি-কলে-দীপ,
ফুটাও আঁধার কদম-ঘুম-শাখে মোর মণি-নীপ।
নিখিল-গহন-তিমির-তমাল-গাছে
কালো কালার উজল নয়ন নাচে
আলো-রাধা যে কালোতে নিত্য মরণ যাচে–
ওগো আনো আমার সেই যমুনার জল-বিজুলির আলো।
তিমির-প্রদীপ জ্বালো॥

দিনের আলো কাঁদের আমার রাতের তিমির লাগি'
সেথায় আধার-বাসর-ঘরে তোমার সোহাগ আছে জাগি'।
ম্লান ক'রে দেয় আলোর দহন-জ্বালা
তোমার হাতের চাঁদ-প্রদীপের থালা,

www.banglainternet.com

GOTO TOP

শুকিয়ে ওঠে তোমার তারা-ফুলের গগন-ডালা।
ওগো অসিত আমার নিশীথ-নিতল শীতল কালোই ভালো।
তিমির-প্রদীপ জ্বালো॥

সমস্তিপুরের ট্রেন-পথে
ফাল্গুন, ১৩৩০

www.banglainternet.com

www.banglainternet.com

GOTO TOP

গ্রন্থ ও রচনা পরিচিতি

www.banglainternet.com

www.banglainternet.com

GOTO TOP

ছায়ানট

'ছায়ানট' ১৩৩২ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণে যে 'উৎসর্গ'-পত্রটি ছিল, পরবর্তী সংস্করণগুলিতে তাহা বর্জিত হয়।

'বিজয়িনী' ১৩২৮ পৌষের 'মোসলেম ভারতে' এবং 'চৈতী হাওয়া ১৩৩২ বৈশাখের 'কল্লোল'-এ বাহির হইয়াছিল।

'নিশীথ-প্রীতম্' ১৩২৮ মাঘের ৪র্থ বর্ষের ৪র্থ সংখ্যক বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-পত্রিকায় এবং ৮ম বর্ষের ৩য় সংখ্যক 'নারায়ণ'-এ প্রকাশিত হইয়াছিল।

'লক্ষ্মীছাড়া' ১৩২৮ ভাদ্রের 'উপাসনা'য় বাহির হইয়াছিল।

'শেষের গান' ১৩২৯ শ্রাবণের 'সহচরে' প্রকাশিত হইয়াছিল; তাহাতে প্রথম পংক্তিটি ছিল এরূপ ঃ

আমার মরণ-রথের চাকার ধ্বনি ঐ রে এবার কানে আসে।

তৃতীয় স্তবকের প্রথম পংক্তি ছিল এরূপ ঃ

www.banglainternet.com

মোর কাফনের কর্পূর-বাস ভরপুর আজ দিগ্বলয়ে,

'নিরুদ্দেশের যাত্রী' ১৩২৭ চৈত্রের 'নারায়ণে' প্রকাশিত হইয়াছিল। শিরোনামের নীচে বন্ধনীর মধ্যে লেখা ছিল ঃ 'বাউল–কাশ্মিরী খেম্‌টা'।

'চিরন্তনী প্রিয়া' ১৩২৮ কার্তিকের এবং 'বেদনা-মণি' ১৩২৯ ভাদ্রের 'মানসী ও মর্মবাণী'তে ছাপা হইয়াছিল।

'অনাদৃতা' ১৩২৮ ভাদ্রের 'নারায়ণ' এবং 'শায়ক-বেঁধা পাখি' ১৩২৯ আষাঢ়ের 'বঙ্গবাণী'তে বাহির হইয়াছিল।

www.banglainternet.com

GOTO TOP

'হারা-মণি' ১৩২৮ সালে 'নারায়ণ' পত্রিকায় ১২১৬ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

'স্নেহ-ভীতু' ১৩২৭ ফাল্গুনের 'মোসলেম ভারতে' বাহির হইয়াছিল। বন্ধনীর মধ্যে লেখা ছিল ' 'বাউল সুর–তাল লোফা'। সে সংখ্যাতেই গানটির স্বরলিপি প্রকাশ করেন শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা।

'পলাতকা' ১৩২৮ বৈশাখের 'ভারতী'তে প্রকাশিত হইয়াছিল। বন্ধনীর মধ্যে লেখা ছিল ঃ 'মা-মরা খোকার মৃত্যু-শয্যায় পিতা গাচ্ছেন', এবং 'সুর–বৈকালী মেঠো বাউল'। গানটি 'ভারতী' হইতে ১৩২৮ আশ্বিনের 'মোসলেম ভারতে' উদ্ধৃত হইয়াছিল।

'মানস-বধূ' ১৩২৯ শ্রাবণের ১ম বর্ষের ৪র্থ সংখ্যক মাসিক 'বসুমতী'তে বাহির হইয়াছিল।

'দূরের বন্ধু' ১৩২৭ কার্তিকের 'মোসলেম ভারত'-এ 'গান' শিরোনামে প্রকাশিত হইয়াছিল; বন্ধনীর মধ্যে লেখা ছিল ঃ 'লাউনি-বারোয়াঁ–তেওড়া'।

'আশা' ১৩২৭ পৌষের 'মোসলেম ভারতে' 'গান' শিরোনামে বাহির হইয়াছিল। বন্ধনীর মধ্যে লেখা ছিল ঃ 'খাম্বাজ-(ঢিমা) একতালা'। সে সংখ্যাতেই গানটির স্বরলিপি প্রকাশ করেন শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা।

'মরমী' প্রকাশিত হইয়াছিল ১৩২৭ ফাল্গুনের 'মোসলেম ভারতে'। ১৩৩০ অগ্রহায়ণের 'কল্লোলে' ইহা পুনর্মুদ্রিত হয় এবং সে সংখ্যাতেই শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা ইহার সুর ও স্বরলিপি প্রকাশ করেন।

'প্রতিবেশিনী' ১৩২৭ মাঘের 'সওগাতে' 'বেদন-হারা' শিরোনামে এবং ১৩২৭ চৈত্রের 'মোসলেম ভারতে' 'গান' শিরোনামে প্রকাশিত হইয়াছিল।

'দুপুর-অভিসার' ১৩২৬ শ্রাবণের 'ভারতী'তে প্রকাশিত হইয়াছিল। বন্ধনীর মধ্যে লেখা ছিল; গৌড়-সারঙ্গ ঃ দাদরা'।

www.banglainternet.com

GOTO TOP

'ছল-কুমারী' ১৩২৮ অগ্রহায়ণের 'উপাসনা'য় প্রকাশিত হইয়াছিল।

'বাদল-দিনে' ১৩২৮ আশ্বিনের এবং 'কার বাঁশী বাজিল?' ১৩২৮ ভাদ্রের 'মোসলেম ভারতে' প্রকাশিত হইয়াছিল।

'অকেজোর গান' ১৩২৮ অগ্রহায়ণের এবং 'স্তব্ধ বাদল' ১৩২৯ শ্রাবণের 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হইয়াছিল।

'চির-চেনা' ১৩২৯ শ্রাবণের 'বঙ্গবাণী'তে বাহির হইয়াছিল।

'অমর কানন' ১৩৩২ শ্রাবণের ৫ম বর্ষের ৩৩শ সংখ্যক 'বিজলী'তে বাহির হইয়াছিল।

'পুবের হাওয়া [ঝড় ঃ পূর্ব তরঙ্গ] ১৩৩১ শ্রাবণের, 'আলতা-স্মৃতি' ১৩৩০ পৌষের এবং 'রৌদ্র-দগ্ধের গান' ১৩৩০ চৈত্রের 'কল্লোল'-এ প্রকাশিত হইয়াছিল।

পু ন শ্চ

ছায়ানট ১৩৩২ বঙ্গাব্দের আশ্বিনে (সেপ্টেম্বর ১৯২৫) প্রকাশিত হয়। প্রকাশক ঃ ব্রজবিহারী বর্মণরায়, বর্মণ পাবলিশিং হাউস, ১৯৩ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিট, কলিকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০০, মূল্য পাঁচ সিকা।

www.banglainternet.com

পরে *ছায়ানটের* ২৬টি কবিতা *পুবের হাওয়া* কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়।

[তথ্যসূত্র : আবদুল কাদির সম্পাদিত ও বাংলা একাডেমী প্রকাশিত 'নজরুল-রচনাবলী'র নতুন সংস্করণ থেকে।]

www.banglainternet.com